Zero-Sum
you win or you lose

ONE LINER STUDY MATERIAL FOR

WBCS PRELIMS 2019

INDIAN ECONOMY

Bengali Version

Zero-Sum Online Academy Private Limited

Zero-Sum Online Academy Private Limited

WHO WE ARE:

We are a group of Young Enthusiasts, Entrepreneurs, Civil Servants, Experienced Teachers, Life Coaches, motivators who believe in encouraging you to become a great leader! We are constantly engaged to develop such a learning system where studies will be more engaging, scientific and useful. All of our online free and paid courses are sincerely and scientifically crafted in such a way that it will enable our followers to learn with fun, flexibility and feasibility.

WHY ZERO-SUM?

Because we believe encouraging and developing the leadership skill that is there in you. We believe making great leaders for our nation!

HOW WE DO IT?

By reinforcing the positive traits in personality, sharing success strategies, giving insights of the administration and making learning easy!

WHAT WE OFFER?

Online classes, video lecture series, podcasts, study material, mock test, motivation, seminars, conferences, mental toughness training, personality development course, exam strategies and so on...

Click the link below to visit

OUR OFFICIAL WEBSITE **OUR OFFICIAL CHANNEL** **OUR OFFICIAL PAGE**

- অর্থনীতি একটি দেশে নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো **যার মাধ্যমে** দেশে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় তাকে বলে অর্থনীতি
- 'Economics' কথাটির উদ্ভব হয়েছে গ্রিক শব্দ ঐকোনোমিয়া (Oikonomia) থেকে। এই Oikonomia কথাটির অর্থ হল পরিবার পরিচালনার বিদ্যা (Oikos মানে 'পরিবার, বা এস্টেট ', এবং nomos' মানে কাস্টম, আইন 'ইত্যাদি'। **প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, অর্থবিদ্যার চর্চা শুরু হয় প্রাচীন গ্রিসে।**
- ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ অ্যাডাম স্মিথকে **'রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy) –র জনক বলা হয়'।**
- 1716 সালে প্রকাশিত হল অধ্যাপক অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত বই **'An Inquiry into the Nature and Causes of wealth of Nations'।**
- অধ্যাপক অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞায় অর্থবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যা **"জাতিপুঞ্জের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে"** এবং এটা সম্পদের উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- **ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টোয়ার্ডো মিল, জে.বি.সে –এর মতন পুরাতনপন্থীরাও স্মিথের মতোই মত পোষণ করলেন।** তাঁদের কাছে অর্থবিদ্যা **'রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি' বা 'Political Economy' নামে** পরিচিত ছিল এবং **এই অর্থবিদ্যাবিদরা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ বা ধ্রুপদি অর্থবিদ্যাবিদ নামে অভিবিত।**
- ধ্রুপদি অর্থনীতির প্রধান চিন্তাবিদগণ হলেন **অ্যাডাম স্মিথ, জ্যান-ব্যাপটিস্ট স্য, ডেভিড রিকার্ডো, থমাস রবার্ট ম্যালথাস এবং জন স্টুয়ার্ট মিল।**
- এই অর্থনীতিবিদগণ বাজার অর্থনীতির তত্ত্বকে মূলত স্ব-নিয়ন্ত্রক সিস্টেম হিসাবে বর্ণনা করেন। উৎপাদন ও বিনিময় প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত (বিখ্যাত ভাবে অ্যাডাম স্মিথের Invisible hand রূপক দ্বারা বর্ণিত)।

Zero-Sum
you win or you lose

নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ:

- ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরাতনপন্থী অর্থবিদ্যাবিদদের চিন্তাভাবনায় ছেদ পড়ল। শুরু হল নতুন চিন্তাভাবনার। এই নতুন ভাববাদীরা নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ নামে পরিচিত।
- এই নতুন চিন্তাভাবনার পথপ্রদর্শক হলেন **অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল। 1890 সালে প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত বই** 'Principles of Economics'।

- মার্শালের মতে "অর্থবিদ্যা হল মানব জীবনের সাধারণ কার্যকলাপের আলোচনা শাস্ত্র"। অর্থাৎ, অর্থশাস্ত্র অনুসন্ধান করে কীভাবে মানুষ সম্পদ আহরণ করবে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করবে। মার্শাল অর্থশাস্ত্রকে একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

- **আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ জে.এম. কেইনস** বলেন যে, অর্থবিদ্যা সংজ্ঞার চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর নিজের ভাষায় "Economics is the study of factors affecting employment and standard of living". আরও একজন আধুনিক অর্থবিদ্যাবদ প্রফেসর ভাইনার অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন "Economics is what economists do".

অর্থনীতিবিদ

ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদ:

অ্যাডাম স্মিথঃ

- অ্যাডাম স্মিথকে বলা হয় 'Father of Macro Economics'.
- তাঁর লিখিত গ্রন্থ : The Theory of Moral Sentiments (1759) and An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)
- **প্রস্তাবিত 'অদৃশ্য হাত' ধারণা-** যেখানে বাজার শক্তি অদৃশ্য হাত হিসাবে কাজ করে অর্থনীতিতে ভারসাম্য আনতে।

ডেভিড রিকার্ডো:

•তাঁর লিখিত গ্রন্থ, "Principles of Political Economy & Taxation".।

ম্যালথাস:

ম্যালথাসের তত্ত্ব (Malthusian Theory) একটি জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্ব যার প্রস্তাব হলো খাদ্যশস্যের উৎপাদন যখন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে।

•তাঁর লিখিত গ্রন্থ, "An essay on the Principles of Population"

জে এস মিল

• তাঁর লিখিত গ্রন্থ, "Principles of political economy".

সমসাময়িক অর্থনীতিবিদ

জে.এম. কেইনস

• তাঁর লিখিত গ্রন্থ, "General theory of Employment, Interest and money'

অমর্ত্য সেন:

• **Welfare Economics-এ অবদানের জন্য 1998 সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।**

তাঁর লিখিত গ্রন্থ, On Economic Inequality, The Argumentative Indian, Poverty and Famines ইত্যাদি।

অর্থনীতির ভাগ

আধুনিক চিন্তাভাবনায় অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুগুলিকে আলোচনার সাপেক্ষে অর্থবিদ্যাকে মূল দুটি শাখায় ভাগ করা হয়। একটি হল ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা (Micro Economics) র অন্যটি হল সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (Macro Economics)।

- **ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা (Micro Economics):**

  অর্থবিদ্যা এই শাখায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত দলের অর্থনৈতিক ক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। যেমন – **ভোক্তার আচরণ, কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান, কোনো দ্রব্যের মূল্য, বাজারের স্বরূপ, শ্রমের ও মূলধনের চাহিদা ও জোগান, বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণের মধ্যে উৎপাদনের বন্টন** ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় এই শাখায়।

- **সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (Macro Economics):** সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল কোনো অর্থনীতির সামগ্রিক বিস্তারসমূহকে নিয়ে। যেমন –দেশের জাতিয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ ও বন্টন, দেশের দ্রব্যের বাজার –শ্রমের বাজার ও অর্থের বাজারের সামগ্রিক চাহিদা ও জোগান, দেশের মোট শ্রমশক্তির নিযুক্তির পরিস্থিতি, দেশের সরকারের আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি, দেশের মোট ভোগ, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উৎপাদন উপকরণের মালিকানার ওপর ভিত্তি করে তিনি ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সেগুলি হল –(১) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা; (২) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও (৩) মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

❖ **ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি/অর্থব্যবস্থা (Capitalist Economy/Capitalist Economic System):** এই ধরনের অর্থব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সময়কাল থেকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলতে এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থাকে বোঝায় **যেখানে দেশের উৎপাদন উপকরণের মালিকানা থাকবে বেসরকারি উদ্যোগপতিদের হাতে।**

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সুবিধা ও অসুবিধা দুই –ই পরিলক্ষিত হয়। এর মূল সুবিধাগুলি হল –

- প্রথমত, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বাজার চালিত।
- প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ন্যূনতম ব্যয়ে অধিক পরিমাণও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন উপকরণের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।
- এর অসুবিধাগুলি হল –অনেক সময় একচেটিয়া কারবারিদের আধিপত্য বেড়ে যায় ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।
- ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় **অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।**
- আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলিতে এরকম অর্থ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় ।

❖ **সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (Socialist Economy/Command Economy/ Planned Economy):** সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থা হল এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে **উৎপাদন উপকরণ সরকারের অধীনস্থ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন** উপকরণের সদব্যবহার করে আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে।

- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম সুবিধা হল সরকার একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হয় –যেখানে **আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদের আর্থিক সচ্ছলতা** বৃদ্ধিতে সক্ষম হয় সরকার। তাছাড়া, পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখায় সরকার।
- এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা লক্ষ করা যায়।
- কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সরকার তৃণমূল স্তরের সমস্যা সমাধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।
- দ্বিতীয়ত, **দেশের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার জন্য যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা অনেক সময় অর্থনৈতিক প্রসারের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।**
- সাধারণত কমিউনিস্ট শাসিত দেশ গুলিতে এই অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । যেমন কিউবা ,ভেনিজুয়েলা ,চিন ,রাশিয়া ।
- কিন্তু বর্তমানে এই সব দেশ ধনতান্ত্রীক অর্থব্যবস্থাই গ্রহণ করে চলেছে ।

❖ মিশ্র অর্থ –ব্যবস্থা (Mixed Economy):

- মিশ্র অর্থ –ব্যবস্থা এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে **ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয় ধরনের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।**
- মিশ্র অর্থ –ব্যবস্থার ধারণাটি এসেছে ১৯৩০ –এর দশকের সময়কালে থেকে। **১৯৩০ –এর দশকে যখন ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মন্দাভাবে শুরু হয় তখন অর্থবিদ্যাবিদ জে.এম. কেইনস ধনতান্ত্রিক** দেশগুলিকে আংশিকভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখার আহ্বান জানান। অর্থাৎ, দামব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সুপারিশ করেন।

❖ মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যঃ

- এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় দামব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দুই –ই সক্রিয় থাকবে।
- **বেসরকারি ক্ষেত্র ও সরকারি ক্ষেত্র পাশাপাশি থাকবে** এবং বেসরকারি ক্ষেত্র সরকার দ্বারা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো উৎপাদক ও ভোক্তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অনেকটাই বজায় থাকবে।
- সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় চেষ্টা থাকবে।

- **১৯৪৮ সালে ভারত প্রথম শিল্পনীতি গ্রহণের মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতির পথ অনুসরণ করে ।সুতরাং বলা চলে ভারতের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি । তবে বর্তমানে ধনতান্ত্রীক অর্থনীতির প্রতি ভারতের অর্তনীতি অগ্রসর ।**

তৃতীয় বিশ্বের দেশ

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল –প্রথম বিশ্বের দেশ (First World Country), দ্বিতীয় বিশ্বের দেশ (Second World Country) এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশ (Third World Country)।
- পৃথিবীরও সমস্ত উন্নততম ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে 'প্রথম বিশ্বের' দেশ বা First World Country হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও জাপান ইত্যাদি।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে প্রথম বিশ্বের দেশগুলির পরের দেশগুলিকে অর্থাৎ পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো বিশিষ্ট দেশগুলিকে 'দ্বিতীয় বিশ্বের' দেশ বলা হয়।
- এই দুই ধরনের দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে একসঙ্গে 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' হিসাবে পরিগণিত করা হয়। এই দেশগুলি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল। বিকল্প হিসাবে এই দেশগুলিকে পশ্চাৎপদ দেশ (Backward Country) বা অনুন্নত দেশ (Under –developed Country) বা গরিব দেশ (Poor Country) বলা হয়ে থাকে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল –(১) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা; (২) কৃষির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা ও জাতীয় আয়ে কৃষির ভূমিকা তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশের থেকে অনেক বেশি; **(৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মাত্রাধিক্য; (৪) বেকারত্বের সমস্যার ভয়াবহতা; (৫) মূলধনের স্বল্পতা ও প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা; (৬) অনুন্নত মানব সম্পদ; (৭) লেনদেন উদ্বৃত্তের ঘাটতি**

ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORM FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

সামাজিক নির্দেশক

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য মূলত দুই ধরনের সামাজিক নির্দেশকের উল্লেখ করা যেতে পারে। সে দুটি হল –(১) **জীবনের বাস্তব সহজাত বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের সূচক** (Physical Quality of Life Index or PQLI) **এবং (২) মানব উন্নয়ন সূচক** (Human Development Index or HDI)।

জীবনের সহজাত বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের নির্দেশক (Physical Quality of Life Index or PQLI)- ১৯৭৯ সালে **এম.ডি.মরিস জীবনের বৈশিষ্ট্যমূলক** গুণের সূচকটি উদ্ভাবন করেন। তিনি মূল তিনটি সামাজিক নির্দেশককে সংযোজিত করে এই সূচকটির উদ্ভাবন করেন। এই তিনটি নির্দেশক হলঃ (১) প্রথম বছরে জীবনকালীন প্রত্যাশা; (২) শিশু মৃত্যু; ও (৩) পনেরো বছর বয়সে সাক্ষরতা।

মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index):

- মানব উন্নয়ন সূচকের ধারণাটি উদ্ভাবন করেন নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন ও অর্থবিজ্ঞানী লর্ড মেঘনাথ দেশাই।
- **১৯৯০ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন প্রকল্পের (UNDP) –র মেহবুব উল হকের তত্ত্বধানে সর্বপ্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনটি তৈরি হয়।**
- ১৯৯০ সাল থেকে সম্মিলিত **জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচির** মাধ্যমে মানব উন্নয়ন সূচকের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে।
- মানব উন্নয়ন সূচকটি হল **আয়ুষ্কাল, জ্ঞান ও জীবনযাত্রার** মান এই তিন সামাজিক নির্দেশকের যৌগিক সূচক।
- 2010 সাল থেকে UNDP মানব উন্নয়ন সূচক হিসাব করার জন্য নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই নতুন পদ্ধতিতে আগের মতোই যে তিনটি Dimensions (প্রেক্ষিত) উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল

(i) জন্মকালীন জীবন প্রত্যাশা (Life Expectancy at birth);

(ii) শিক্ষা সংক্রান্ত সূচক (Educational Index), যা দুটি সূচকের সমন্বয়ের ফলশ্রুতি স্কুলকালের গড় সময়কালের সূচক (Mean Years of Schooling Index);

(iii) স্কুল কালের প্রত্যাশিত সময়কালের সূচক (Expected years of schooling Index).

(iv) আয় সূচক (Income Index) যা হল জীবনযাত্রার মানের সুচক। এই সূচকের মান নির্ভর করে মাথাপিছু আয় (সম্পর্ক যুক্ত দেশের)/মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ক্রয়ক্ষমতার সাম্যতা –এই অনুপাতের উপর।

চুঁইয়ে পড়ার প্রকল্প (Trickle Down Hypothesis) :

- চুঁইয়ে পড়ার প্রকল্প'টি নির্দেশ করে যে, যদি কোনো অর্থনীতিতে **ধনিক সম্প্রদায়ের লোকের আরও বেশি ধনশালী হয়ে উঠে তবে তার প্রভাবে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী বা ধনী হয়ে উঠবে।**
- অর্থাৎ, খুব স্বাভাবিকভাবে বলা যেতে **পারে, দেশের মাথাপিছু আয়ের ব্যাপক বৃদ্ধির সাথে সাথে গরিব লোকেদের আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়বে তথা দারিদ্রতা দূরীভূত হবে।** তবে সমাজের উচ্চ আয় সম্পন্ন লোকের আয় বৃদ্ধির প্রভাব গরিব সম্প্রদায়ের উপর কতটা পড়বে বা আদৌ পড়বে কি না তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।
- **রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ তাঁর** "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" –এ সর্বপ্রথম চুঁইয়েপড়ার ধারণাটি প্রকাশ করেন।

যেকোন দেশেরই অর্থনীতি তিন ভাগে ভাগ করা হয়

১. প্রাথমিক সেক্টর বা প্রাইমারি সেক্টর :

- **কৃষি, ডেয়ারি ,ফার্মিং এই সেক্টরের অধিনে** ।
- **এই সেক্টরে ভারতের সবচেয়ে বেশী লোক কাজ করে ।**
- **উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ঠ্য হল, কৃষির উপর নির্ভরতা কম হবে** ।
- ভারত উন্নয়নশীল দেশ কারণ কৃষির উপির নির্ভরতা আসতে আসতে কমে আসছে ।
- জিডিপির উপর কৃষির অবদান আগে ৫০% উপর ছিল তা এখন ১৫ % এর কাছাকাছি । কারণ বাকি সেক্টর গুলি উন্নতি করছে বলে ,তাদের জিডিপির উপর অবদান বাড়ছে দ্রুত ।
- প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের কাজের বাহ্যিক প্রকৃতির কারণে লাল-কলার শ্রমিক (red-collar workers) নামে পরিচিত।

২. সেকেন্ডারি সেক্টর :

- **এই সেক্টরে অধিনে থাকে শিল্প**
- এই সেক্টরের অবদান ভারতের জিডিপির উপর প্রায় ২৪% এর মত ।
- Secondary ক্রিয়াকলাপে জড়িত ব্যক্তিরা নীল কলার কর্মী (blue-collar workers) নামে পরিচিত।

৩. টার্সিয়ারি সেক্টর বা সার্ভিসসেক্টর বা পরিষেবা সেক্টর :

- কৃষি আর শিল্প ছাড়া বাকি সব সেক্টর গুলি **,যেমন ব্যাংকিং , টুরিসম ,হসপিটালিটি** ইত্যাদি ।
- এটি পৃথিবীতে দ্রুত বর্ধনশীল সেক্টর
- **উন্নত দেশে জিডিপির উপর এর অবদান সবচেয়ে বেশী । ভারতেও তাই, প্রায় ৫৪ % এর মত ।**
- উন্নত দেশে সার্ভিস সেক্টরেই বেশী লোক কাজ করে ।
- Tertiary সেক্টরে জড়িত ব্যক্তিরা হোয়াইট কলার কর্মী নামে পরিচিত।

✓ **ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি ব্যবস্থা বা প্রাইমারি সেক্টরে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়** ।

✓ **ভারতের সার্ভিস সেক্টর জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অংশ শেয়ার করে ।**

✓ **প্রাইমারি সেক্টর জিডিপিতে সবচেয়ে কম অংশ শেয়ার করে ॥**

✓ **Sector share towards GDP: Tertiary (60%) > Secondary (28%)> Primary(12%).**

✓ **Sector share by working force : Primary (51%) > Tertiary (27%) > Secondary (22%)**

বেকারত্ব /Unemployment

- যারা বেতন পাওয়ার জন্য আগ্রহী কিন্তু চাকরি খুঁজে পেতে অক্ষম তারা বেকার বলে পরিচিত।
- Unemployment Rate -এর মাধ্যমে বেকারত্ব মাপা হয়।
- ২015 সালে 3.49 শতাংশ থেকে ২016 সালে ভারতে বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়েছে 3.43 শতাংশ হয়েছে।
- ভারতে বেকারত্বের হার 1983 থেকে 2016 পর্যন্ত 4.08 শতাংশ, 1983 সালে সর্বমোট 8.30 শতাংশের উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2016 সালে এটি 3.46 শতাংশের কম।
- ভারতের অধিকাংশ বেকারই হল কাঠামোগত বা Structural। ভারতের সমস্ত বেকারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলি এখানে উল্লেখ করা হল –

প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার (Disguised Unemployment):

- ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই ধরনের বেকার মূলত গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা দেখা যায়।
- গ্রামীণ অর্থব্যবস্থায় কৃষিকার্যে যে পরিমাণ শ্রমশক্তির প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি শ্রমশক্তি কাজে নিযুক্ত থাকে।
- এই অতিরিক্ত শ্রমশক্তি যাদের উৎপাদনে কোন প্রয়োজন নেই তারা 'ছন্দ বেকার' নামে পরিচিত।
- এই ছদ্মবেশী বেকারদের উৎপাদনশীলতা শূন্য (marginal productivity is Zero)। অর্থাৎ, এই উদ্বৃত্ত শ্রমকে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে মোট উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকবে।

- **এই বেকারত্ব ভারতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়**

মুক্ত বা খোলা বেকারত্ব (Open Unemployment):

- মূলত দেশের শিক্ষিত বেকারই এই শ্রেণিভুক্ত, তবে বাকিরা এই শ্রেণিভুক্ত নয় তা বলা যায় না।
- যারা কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু নেই বলে কাজ করছে না তারাই এই শ্রেণিভুক্ত।
- এই ধরনের বেকারের নজির সাধারণত শহরাঞ্চলেই দেখা যায়।

আধা বেকারত্ব (Under -employment):

- যারা কাজে নিযুক্ত যছে, কিন্তু পুরোদমে অর্থাৎ, তাদের পূর্ণ দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না তারা এই শ্রেণিভুক্ত।
- উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন এম.এ ডিগ্রিধারী কেরাণীরা কাজ করছে বা একজন পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করছে।
- এঁরা সবাই আধা বেকারত্বের শ্রেণিভুক্ত।
- ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ধরনের বেকারত্বের সমস্যা একটি তীব্র আকার ধারণা করেছে।

শিক্ষিত বেকারত্ব (Educated Unemployment):

- ভারত এখনও স্বল্পোন্নত দেশ। এদেশে আজও প্রায় ৩৫ শতাংশ লোক নিরক্ষর।
- তাহলেও কিন্তু এদেশে উচ্চ শিক্ষিত ও মধ্য –শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম নয়।
- তবে শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে এদেশের শিক্ষিত লোকদের সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার মতো বাতাবরণের অভাব এদেশে আজও আছে।
- তার অন্যতম কারণ হল শিল্প –ব্যবস্থার অনুপযুক্ততা।

মরশুমি বেকারত্ব (Seasonal Unemployment):

- মরশুমি বেকারত্ব কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হলেও, এই ধরণের বেকার মূলত গ্রামেই দেখা যায়।
- গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজ সারা বছর সমানভাবে হয় না। তাই নির্দিষ্ট মরশুম ছাড়া বাকি সময়ে শ্রমশক্তি বেকার হয়ে পড়ে।
- এরা মরশুমি বেকার নামে পরিচিত।

বেকারত্বের কারণ /Causes of Unemployment in India

ভারতে বেকারত্বের কারণ নিম্নরূপ:

- দারিদ্র্য
- জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি
- ধীর হার উন্নয়ন
- অনগ্রসর কৃষি
- কর্মসংস্থান নীতির অভাব
- আগোছালো শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

- ভারতের অর্থনীতি একটি **উন্নয়নশীল মিশ্র অর্থনীতি** যেখানে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে পাবলিক সেক্টর বিদ্যমান।
- ভারত পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ অর্থনীতি।
- ক্রয় ক্ষমতা সমতা (পিপিপি) অনুযায়ী তৃতীয় বৃহত্তম।
- ২050 সাল নাগাদ, ভারতের অর্থনীতি শুধুমাত্র চীনের পেছনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হতে পারে।
- দেশের মাথাপিছু জিডিপি (নামমাত্র) এবং ক্যাপিটাল জিডিপি (পিপিপি) তে 123 তম অবস্থানে রয়েছে ভারত।
- ভারতে 1.34 বিলিয়ন মানুষ বসবাস করছে - বিশ্বের জনসংখ্যার 18%
- 2024 সালের মধ্যে এটি চীনকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসাবে অতিক্রম করবে।
- Financial year 2015 (অর্থবর্ষ) এবং ২017 সালে ভারতের অর্থনীতি চীনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy unlimited support till Success!

- 2001 সাল থেকে ভারতের 9% উপরে বার্ষিক বৃদ্ধির হার নিয়ে ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান পরিষেবা সেক্টরগুলির একটি, যা জিডিপির 57% অবদান রাখে।
- ভারত আইটি সেবাগুলির একটি বড় রপ্তানিকারক, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও/ BPO) পরিষেবাদি এবং ২011-11 অর্থবছরে $ 154 বিলিয়ন রাজস্বের সফ্টওয়্যার পরিষেবাদি হয়ে উঠেছে। এটি অর্থনীতির দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অংশ।
- আইটি শিল্প ভারতের সর্ববৃহৎ বেসরকারি খাতের নিয়োগকর্তা হিসাবে চলতে থাকে।
- ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট আপ হাব।
- কৃষি খাত ভারতের অর্থনীতির বৃহত্তম নিয়োগকর্তা কিন্তু এটির জিডিপি (2013-14 সালে 17%) এর অবনতির অংশে অবদান রাখে।
- খামার আউটপুট (Farm Output) -এর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় স্থানে ভারত। 70% ভারতীয়রা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, যাদের মধ্যে 58% তাদের আয়ের প্রাথমিক উৎস হিসাবে কৃষির উপর নির্ভর করে।
- 2017-18 সালে ভারতীয় অর্থনীতির 6.7% হার এবং পরবর্তী 2018-2019 অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার 7.2%
- 2016 সালের 9 .5 শতাংশের তুলনায় ভারতের বেকারত্বের হার 4.8 শতাংশে নেমে এসেছে, যা সরকারের গ্রামীণ কর্মসূচির দিকে মনোনিবেশ করেছে এবং মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি অ্যাক্ট (এমএনএনআরজিএ) প্রকল্পে বৃদ্ধি পেয়েছে।

Problems of Indian Economy:

- প্রতি মাথা পিছু আয় কম।
- আয় বিতরণের মধ্যে বৈষম্য।
- কৃষি প্রেক্ষাপট (ভারতে জনসংখ্যার 2/3 জনসংখ্যায় কৃষি জড়িত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র ২% জনসংখ্যার কৃষি কাজে নিযুক্ত রয়েছে)
- দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা।
- ক্রনিক বেকারত্ব (একজন ব্যক্তির নিয়োগ করা হয় যদি তিনি প্রতিদিন ২7 ঘন্টা ধরে বছরে 27 দিনের জন্য কাজ করেন।) ভারতে বেকারত্ব মূলত প্রকৃতির কাঠামোগত।
- কম সঞ্চয় হারের কারণে মূলধন গঠনের কম হার।

জাতীয় আয় (National Income)

- কোনো দেশের কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে (বিশেষত এক বছরে) উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কাজকর্মের আর্থিক মূল্যকে খুব সাধারণ অর্থে ওই দেশের ওই নির্দিষ্ট সময়কালের (অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট বছরের) জাতীয় আয় বলা হয়।
- সুতরাং, এই তিনটি নির্দিষ্ট দিকের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় আয় তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়।

এই তিনটি পদ্ধতি হল –(১) উৎপাদন পদ্ধতি/মূল্য (২) আয় পদ্ধতি (৩) ব্যয় পদ্ধতি

মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Products of GNP)

একটি নির্দিষ্ট সময়কালে বা এক বছরে দেশের মোট উৎপাদন উপকরণ দিয়ে তথা **দেশের নাগরিকরা দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে,** অর্থাৎ বিদেশে মোট যে উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়।

কোন এক অর্থবছরে ,

GNP = দেশের নাগরিকরা দেশে মোট যে উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য + দেশের নাগরিকরা বিদেশে থাকাকালীন যে উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Domestic Products বা GDP):

একটি নির্দিষ্ট **সময়কালে একটি ভৌগোলিক সীমানার** মধ্যে দেশের নাগরিক এবং বিদেশিরা মিলে অর্থাৎ, দেশীয় উৎপাদন উপকরণ ও বিদেশি উৎপাদন উপকরণ দিয়ে মোট যে উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে সেই দেশের ওই নির্দিষ্ট সময়কালে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলা হয়।

কোন এক অর্থ বছরে,

GDP = দেশের অভ্যন্তরে দেশের নাগরিকদের মোট যে উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য + **দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের মোট** যে উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য

GNP ও GDP এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?

- উপরের সংজ্ঞা থেকে সহজে বলা যেতে পারে যে,

  GNP= GDP + দেশের নাগরিক কর্তৃক বৈদেশিক উপার্জন – দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের উপার্জনের মোট পরিমাণ।

  অর্থাৎ, GNP= GDP+ নিট বৈদেশিক আয়।

- ✓ **GNP পরিমাপ করার সময়, দেশের মধ্যে বিদেশীদের করা উৎপাদন মূল্য ধরা**
- ✓ **হয়না**
- ✓ **GDP পরিমাপ করার সময় দেশের মধ্যে বিদেশীদের করা উৎপাদন মূল্য ধরা হয়**
- ✓ **GNP পরিমাপ করার সময় দেশের নাগরিকদের বিদেশে থাকাকালীন উৎপাদন মূল্য ধরা হয়**
- ✓ **GDP পরিমাপ করার সময় দেশের নাগরিকদের বিদেশে থাকাকালীন উৎপাদন মূল্য ধরা হয়না**
- ✓ **ভারতে জিডিপি পরিমাপ করার সময় ২০১১-১২ সালের অর্থ বছরকে ভিত্তি বছর (Base Year) ধরা হয় ।**
- ✓ সাইমন কুজনেটসের মতানুসারে জিডিপি পরিমাপ করার সময় তিন ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যথা

  1. Output Method 2. Expenditure Method 3. Income Method.

- ✓ **1864 সালে দাদাভাই নওরোজি তার 'পোভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া'(Poverty and Un-British Rule in India) গ্রন্থে প্রথম জাতীয় আয় পরিমাপের উদ্যোগ নেন**
- ✓ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 1931-32 সালে ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করেন প্রফেসর Dr. VKRV Rao.
- ✓ 1949 সালে প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিস এর নেতৃত্বে ভারত সরকার জাতীয় আয় কমিটি গঠন করে
- ✓ **ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপ করে Central Statistics Office**
- ✓ 1951 সালে Central Statistics Office (CSO) গঠন করা হয়
- ✓ **জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করার উদ্দেশ্যে 1950 সালে National Sample Survey Office (NSSO) গঠিত হয়**

নিট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product-NNP)

যে কোনো উৎপাদন উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই দেখা যায় কিছু পরিমাপ মূলধনি দ্রব্যের অবচয় (depreciation) ঘটে। এই অবচয়ের পরিমাণটি জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। GNP থেকে আমরা যদি অপচয় বা Depreciation বাদ দিলে NNP পাওয়া যাবে

NNP = GNP – Depreciation

আমরা যদি GDP থেকে অপচয় বা Depreciation বাদ দি তাহলে আমরা পাব NDP (Net Domestic Product)

NDP= GDP – Depreciation

NNP এবং NDP এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করলে পাবো

NNP=NDP + নিট বৈদেশিক আয়।

মাথাপিছু আয় (Per Capita Income)

একটি দেশের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে গড় আয় পাওয়া যায় তাকে বলে মাথাপিছু আয়

$$\text{প্রকৃত জাতীয় আয়} = \frac{\text{চলতি মূল্যে জাতীয় আয়} \times \text{ভিত্তিবছরের মূল্য}}{\text{চলতি বছরের মূল্য}}$$

$$\text{প্রকৃত মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{প্রকৃত জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

Zero-Sum
you win or you lose

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা(Financial System of India)

অর্থ সংক্রান্ত বাজারটি দ্বি –বিভাজিত –

টাকার বাজার (Money Market) এবং মূলধনের বাজার (Capital Market)।

- ✓ যে বাজারে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেওয়া ও নেওয়া হয় সেটি হল **টাকার বাজার**। অন্যদিকে, **মূলধনের বাজার** এমন এক ধরনের বাজার –যেখানে মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া ও নেওয়া হয়।
- ✓ **টাকার বাজারে অর্থের লেনদেন মূলত ব্যাংক ব্যবস্থা মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।**
- ✓ **অন্যদিকে, মূলধনের বাজারে অর্থের লেনদেন সম্পন্ন হয়ে থাকে শিল্প ব্যাংক ও** অ –ব্যাংকীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। অ –ব্যাংকায় প্রতিষ্ঠানগুলি হল শেয়ার বাজার, লগ্নিকারী অছি সংস্থা ইত্যাদি।

টাকার বাজার (Money Market): যে আর্থিক বাজারে স্বল্পমেয়াদি (সাধারণ অর্থে এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য) আর্থিক দাবিপত্র বা ঋণপত্র কেনাবেচা হয় কিংবা তার কেনাবেচার ব্যবস্থা করা হয় বা সাধারণ অর্থে স্বপ্লমেয়াদি ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয় তাকে টাকার বাজার বলে। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এটা সংগঠিত অসংগঠিত দুই হতে পারে।

দ্বি –বিভক্ত টাকার বাজার (Dichotomized Money Market) ভারতের টাকার বাজার দুইভাগে বিভক্ত। যথা –

(i) সংগঠিত টাকার বাজার (Organized Money Market) এবং
(ii) অসংগঠিত টাকার বাজার (Unorganized Money Market)।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত টাকার বাজার সংগঠিত টাকার বাজার আর রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণবিহীন টাকার বাজার হল অসংগঠিত টাকার বাজার

অসংগঠিত টাকার বাজার (Unorganized Money Market): টাকার বাজারের যে অংশটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না –এমনকি সেবির মতো সংস্থাও এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না তা অসংগঠিত টাকার বাজার হিসাবে পরিগণিত। এই অসংগঠিত টাকার বাজারের উপাদানগুলি হল –

(i) চিটফান্ড (Chit Fund),
(ii) নিধিস (Nidhis),
(iii)আর্থিক কোম্পানি (Finacial Company) ও
(iv)দেশীয় ব্যাংকার (Indigenous Bankers)

- **চিটফান্ড (Chit Fund)** –অসংগঠিত অর্থের বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল চিটফান্ড। এগুলিকে বিশেষভাবে সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। চিটফান্ডের সদস্যরা প্রতিনিয়ত এই ফান্ডের কয়েকজন সদস্যকে দেওয়া হয় বিশেষ পূর্বনির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই চুক্তির শর্তগুলি খুব স্বাভাবিক কারণে বিঘ্নিত হলে সঞ্চয়কারীরা সমস্যায় পড়েন। এমনকি অনেক সময় তারা তাঁদের অর্থ থেকে বঞ্চিতও হয়।

- **নিধিস (Nidhis)** –এগুলি কয়েকটি বিশেষ ধরণের অসংগঠিত ঋণের বাজার। দক্ষিণ ভারতে এই অসংগঠিত অর্থের বাজারের প্রচলন ব্যাপক। নিধি ফান্ডের মূল উৎস হল এর সদস্যবৃন্ধ। সাধারণ গৃহনির্মাণ ও গৃহ মেরামতের উদ্দেশ্যে নিধির সদস্যবৃন্ধ ঋণগ্রহন করে থাকেন একটি যুক্তিযুক্ত সুদের হারে।

- **আর্থিক কোম্পানি (Financial Company)** –অসংগঠিত বাজারে অনেক কোম্পানি আছে যারা জনসাধারণের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদের জন্য আমানত গ্রহণ করে সাধারণত 5% থেকে 8% বা তারও বেশি সুদের হারে। এই কোম্পানিগুলি সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে অনেক সময় সক্ষম হয় মধ্যমমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে। এগুলি ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।

- **সংগঠিত টাকার বাজার (Organized Money Market)** –সংগঠিত টাকার বাজারে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলি অংশগ্রহন করে।

  এই ব্যাংকগুলির প্রায় সমস্ত তপশিলভুক্ত (Scheduled) যা ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বিতীয় তপশিলের অন্তর্ভুক্ত এবং চারটি (2013 সাল অবধি) অ –তপশিলিভুক্ত (Non –Scheduled) যেগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বিতীয় তপশিলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

  এই ব্যাংকগুলি ছাড়া টাকার বাজারের অন্যান্য উপাদানগুলি হল –তলবি টাকার বাজার (Treasury Bill Market), রিপো বাজার (Repo Market), বাণিজ্যবিল বাজার (Commercial Bill Market), বাণিজ্যিক পত্র বাজার (Commercial Paper Market) ও অর্থের বাজারের পারস্পরিক ফান্ড (Money Market Mutual Fund –MMMF)।

- **তলবি টাকার বাজার (Call Money Market)** –উন্নত দেশগুলিতে এমনকি ভারতের তো উন্নয়নশীল দেশে তলবি টাকার বাজারের অস্তিত্ব বিরাজমান। এই তলবি টাকার বাজারে মূলত 1 দিন থেকে শুরু করে সর্বাধিক 14 দিনের জন্য ঋণ দেওয়া ও নেওয়া হয়। এই বাজারে ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতারা চাওয়ামাত্র এই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য বলে তা খুব সহজে নগদ টাকায় পরিণত হয়। আমাদের দেশে মুম্বাই, কলকাতা ও

চেন্নাই হল তলবি টাকার বাজারের কেন্দ্রবিন্দু। ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকগুলির সাথে সাথে LIC ও UTI ইত্যাদি এই তলবি বাজারে ঋণ দেওয়া ও নেওয়ায় অংশগ্রহন করে থাকে।

- **ট্রেজারি বিল বাজার (Treasury Bill Market)** –কোষাগার বিল বা ট্রেজারি বিল হল ভারতের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়সম্পন্ন একটি আর্থিক বিল যা সরকার স্বীকৃত। পরবর্তীকালে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এ বিল বিক্রির অধিকারী হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তার স্বল্পমেয়াদি ঘাটতি পূরণের জন্য ট্রেজারি বিল ইস্যু করে থাকে।

  কেন্দ্রীয় সরকার এই ট্রেজারি বিল জনগণ ও রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করে তার স্বল্পমেয়াদী ঘাটতি পূরণ করে থাকে
- **রিপো বাজার (Repo Market)** –স্বল্পমেয়াদে টাকার বাজারে অর্থের তারল্য বজায় রাখার জন্য রিপো ব্যবস্থা চালু করেছে RBI। রিপো (Repo) কথাটি 'Repurchasing Option' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ (Abbreviation)। তবে রিপো কথাটির সাথে সাথে আরও একটি কথা উঠে এসেছে সেটি হল Reverse Repo বা পশ্চাদগামী রিপো। রিপো বা পশ্চাদগামী রিপো ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ব্যাংক অন্য একটি ব্যাংক থেকে কিংবা RBI থেকে ঋণ নিতে পারে। পক্ষান্তরে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংককে বা RBI –কে ঋণ দিতে পারে।
- **বাণিজ্যিক বিল বাজার (Commercial Bill Market)** –টাকার বাজারে বিল বা হুন্ডির লেনদেন সংক্রান্ত যে উপবাজারটি গড়ে উঠেছে তা বিল বাজার নামে পরিচিত। সাধারণ অর্থে এই বিল বাজারটি দুই ধরনের –

  (i) ট্রেজারি বিল বাজার এবং

  (ii) বাণিজ্যিক বিল বাজার।

Zero-Sum
you win or you lose

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)

- মুদ্রাস্ফীতি হলো একটি দেশের সাধারণ মূল্যস্তরে ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির মাত্রা বৃদ্ধির মাত্রা, যা কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি নয় সামগ্রিকভাবে মূল্যস্তরের গতিয়মান ধনাত্মক পরিবর্তন
- দেশের বাজারে সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান এর মধ্যে ভারসাম্যহীনতার কারণবশত মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়

JOIN LIVE ONLINE COURSE WITH
ZERO-SUM

চাহিদা আকর্ষিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-Push Inflation):

পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা যদি জোগানের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অথবা চাহিদার তুলনায় জোগান কমে যায় তখন এ জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটে

দাম বা খরচের চাপে মুদ্রাস্ফীতি (Demand-Pull Inflation): পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন মূল্য বা বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটে

Stagflation: অর্থনীতিতে যখন উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং উচ্চ বেকারত্ব একসঙ্গে অবস্থান করে তখন সেই অবস্থাকে Stagflation বলে

মুদ্রা সংকোচন : অর্থের জোগান **কমে যাওয়ার ফলে বস্তুর বা দ্রব্যের বা পরিষেবার মূল্য হ্রাস কে মুদ্রা সংকোচন বলে**

মুদ্রাস্ফীতির কারণ : অতিরিক্ত পরিমাণে টাকা ছাপানো, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, কর বৃদ্ধি, বিনিময় **হ্রাস** , যুদ্ধ বা অন্যান্য পরিস্থিতিতে সৃষ্ট চাঞ্চল্য, অর্থের জোগান বৃদ্ধি

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল- ঋণ দাতাদের ক্ষতি অবশ্য ঋণ গ্রহীতাদের লাভ, রিয়েল ইনকাম **হ্রাসপ্রাপ্ত** হওয়ায় ফলে সাধারণ মানুষের **প্রভূত ক্ষতি** , মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হারের ফলে ক্ষুদ্র চাষী এবং স্থির আয়কারী মানুষের সার্বিক ক্ষতি, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহারের ফলে অর্থনৈতিক জড়ত্ব সৃষ্টি

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ: ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি, দেশি মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ , মূল্য এবং বেতন নিয়ন্ত্রণ জীবনযাপনের জন্য ভাতা প্রদান , কালোবাজার এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা সম্বন্ধীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ,জোগান ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্য বা বস্তু বিশেষত খাদ্যশস্য জোগান বাড়ানো এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো , এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক টাকা জোগান কমাবার উদ্দেশ্যে বন্ড ছাড়ে

মন্দা (Depression) :

বাণিজ্যিক চক্রে যে পর্যায়ে অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিম্ন স্তরে পৌঁছায় অর্থাৎ যে পর্যায়ে উৎপাদনের পরিমাণ আয়স্তর ও মূল্যস্তর ইত্যাদি ক্রমশ হ্রাস পায় এবং কার্যত ভাবে কর্মহীনতা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায় এবং মুনাফা লাভের পরিবর্তে উদ্যোগপতীরা লোকসান গ্রস্ত হয়ে পড়ে

সরকার নানা প্রকার সম্প্রসারণমূলক কাজকর্ম যেমন, বৃহদাকার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে, টাকার জোগান বৃদ্ধি করে, সরকারি খরচ বৃদ্ধি করে এবং করের পরিমাণ কমিয়ে মন্দার মোকাবিলা করার চেষ্টা করে।

অর্থনৈতিক অবনতি (Recession)

যে সময়ে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সংকোচন ঘটতে থাকে তাকে বা সেই পর্যায় কে অর্থনৈতিক অবনতি বলা হয়।

যদি অর্থনৈতিক অবনতি দীর্ঘকালীন স্থায়ী হয় তাহলে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়ে থাকে

The Great Depression: মহামন্দা 1930 এর দশকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত মন্দা। এই মন্দা শুরু হয় 1930 সালে এবং শেষ হয় 1930 এর দশকের শেষের দিকে। ইহা বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ সময় ব্যাপী ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী মন্দা।একবিংশ শতাব্দীতে মহামন্দাকে বিশ্ব অর্থনীতির পতনের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

1923 সালে 4 সেপ্টেম্বর স্টক বাজারে দরপতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মন্দা শুরু হয়। পরে 1929 সালের 29 অক্টোবর এই খবর বিশ্বব্যাপী স্টক মার্কেটে ছড়িয়ে পরে, যা কালো মঙ্গলবার নামে পরিচিত।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

Zero-Sum
you win or you lose

ভারতের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয় কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে সেগুলি হল

- **পাইকারি মূল্য সূচক পদ্ধতি**
- **শিল্প শ্রমিকদের জন্য ভোক্তার মূল্য সূচক পদ্ধতি**
- **আভ্যন্তরীণ উৎপাদক বিচ্যুতি পদ্ধতি**

এই তিনটি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা -

পাইকারি মূল্য সূচক-

- ✓ পাইকারি মূল্য সূচক দ্বারা পূর্বে ভারতের মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা পরিমাপ করা হত
- ✓ পাইকারি মূল্য সূচক প্রতি সপ্তাহে মূল্যস্তর বৃদ্ধির গতিবিধি পরিমাপ করা হয়

- ✓ এই সূচক কখনই সেবা ক্ষেত্রের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাপ সূচিত করে না শুধুমাত্র দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সূচিত করে
- ✓ এই সূচকে পরিমাপ করার ভিত্তি বছর 2011-12 ;পূর্বে যা ছিল 2004 -05
- ✓ এই সূচক প্রকাশিত করে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

শিল্প শ্রমিকদের জন্য ভোক্তার মূল্য সূচক:

- ✓ এই সূচকের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয় শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন ধারণের ব্যয় নির্বাহের হিসেবে
- ✓ এই সূচক পরিমাপ করার ভিত্তি বছর 2011-12
- ✓ এই সূচক পরিমাপ করে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস(CSO)

গ্রাহকদের দামের সূচক (ইনডেক্স কনজিউমার প্রাইজ):

- ✓ **এই** সূচক এর মাধ্যমে গ্রাহকদের মোট খরচের পরিমাপের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় করা হয়
- ✓ বর্তমানে ভারতে এই সূচক এর মাধ্যমেই মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হচ্ছে
- ✓ এই সূচক পরিমাপ করার ভিত্তি বছর 2012
- ✓ এই সূচক পরিমাপ করে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস

ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব

- ➢ ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম
- ➢ ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি হল এই দেশে জনগণের মূল কর্মসংস্থান
- ➢ বর্তমানে ভারতের মোট শ্রমশক্তির প্রায় 58 শতাংশ কৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত

ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষির ভূমিকা

- ➢ যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষির ভূমিকা অন্যান্য ক্ষেত্রে তুলনায় কমে যায় সেরকমই ভারতের ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে
- ➢ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে জাতীয় এর 57 শতাংশ কৃষি থেকে এসেছিল সেখানে 2017-18 সালে দেশের জাতীয় আয় 17 .2 শতাংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে এসেছে

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশগুলোতে কৃষির ভূমিকা দেশের জাতীয় আয়ের এর আনুমানিক 3/4 শতাংশ হয়ে থাকে

ভূমিসংস্কার

- **পরিকল্পনার সময় ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য :** কৃষির উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি তথা মোট উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায় পরায়নতা প্রতিষ্ঠা করা
- **পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার করার উদ্দেশ্যে 1978 সালে 'অপারেশন বর্গা' নামক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল**

1. ভাগচাষী বা বর্গাদার দের উচ্ছেদ বন্ধ করা
2. ভাগচাষীদের প্রদত্ত পাট্টার ভিত্তিতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান মারফত ঋণ প্রদান করা

সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)

- ১৯৬৬ -৬৭ থেকে ১৯৭০ -৭১ সাল পর্যন্ত এদেশের কৃষিতে খাদ্যশদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় চিরস্মরণীয়।
- ১৯৬৬ -৬৭ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় ৭৫ মিলিয়ন টন, যেখানে তার আগের বছর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ঋণাত্মক ছিল। ১৯৬৮ -৭১ সালে এদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ১০৮ মিলিয়ন টন। সুতরাং, ১৯৬৬ -৬৭ থেকে ১৯৭০ -৭১ এই পাঁচ বছর সময়কালে এদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল বার্ষিক গড়ে ৮.৮ শতাংশ হারে। ভারতের কৃষিতে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত।
- **মূলত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল ব্যাপকভাবে।**
- **আমেরিকান বিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়াম গড** এই ঘটনাকে 'সবুজ বিপ্লব' নামে অভিহিত করেন
- ষাটের দশকে ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানীরা মেক্সিকো থেকে আমদানি করা গমের বীজ প্রসেসিং এর মাধ্যমে উন্নত ধরনের অধিক অধিক ফলনশীল গম(High-yielding varieties -HYVs) তৈরি করে যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় 60 থেকে 65কুইন্টাল প্রতি হেক্টর

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484

- এর ফলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারতের প্রকৃত সবুজ বিপ্লব লক্ষ্য করা যায়
- **নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী নরম্যান বরলগ এবং ডঃ এম স্বামিনাথান সবুজ বিপ্লব ঘটানোর কৃতিত্বের দাবি রাখেন**
- **সবুজ বিপ্লব ঘটেছিল পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তর প্রদেশ রাজ্যগুলিতে**
- ডক্টর নরম্যান বরলগকে **'সবুজ বিপ্লবের জনক'** বলা হয়। 1970 সালে নরম্যান বরলগ নোবেল শান্তি পুরস্কার পান
- ডঃ এম স্বামিনাথান কে **'ভারতের সবুজ** বিপ্লবের জনক' বলা হয়।

অপারেশন ফ্লাড

- অধিক মাত্রায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির ঘটনাকে শ্বেত বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়েছিল পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের নতুন একটি রূপ দিয়ে নাম রাখেন অপারেশন ফ্লাড;
- **ডক্টর ভার্গিস ক্যুরিয়ন ছিলেন এই প্রকল্পের জনক**
- **1970 সালে ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এই প্রকল্পটি চালু করে**

List of Revolutions:

Black Revolution	পেট্রলিয়াম উৎপাদনের সাথে জড়িত
Blue Revolution	মৎস উৎপাদনের সাথে জড়িত
Brown Revolution	কোকো এবং চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত
Golden Fibre Revolution	পাট উৎপাদনের সাথে জড়িত
Golden Revolution	হটি কালচার, মধু ও ফল উৎপাদনের সাথে জড়িত
Green Revolution	কৃষি কাজের সাথে জড়িত
Grey Revolution	সার শিল্পের সাথে জড়িত
Pink Revolution	পেঁয়াজ ও চিংড়ি মাছ উৎপাদনের সাথে জড়িত
Red Revolution	মাংস ও টমেটো উৎপাদনের সাথে জড়িত
Evergreen Revolution	সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত
Round Revolution	আলু উৎপাদনের সাথে জড়িত

Silver Fibre Revolution	তূলা উৎপাদনের সাথে জড়িত
Silver Revolution	ডিম উৎপাদনের সাথে জড়িত
White Revolution	দুগ্ধ জাতীয় ও ডেয়ারী প্রডাক্ট উৎপাদনের সাথে জড়িত
Yellow Revolution	তৈল বীজ উৎপাদনের সাথে জড়িত

শিল্প

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ইন ইন্ডিয়া 1948:

- **স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার** 6 **এপ্রিল** 1948 **সালে প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি গ্রহণ করে**
- তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী 1948 সালে ভারতের প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ভারতের সংসদে পরিবেশন করেন
- 1948 সালের প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতে মিশ্র অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা যাতে করে পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর উভয়ই একই সাথে কাজ করে ভারতের অর্থনীতিকে উন্নততর করতে পারে
- এই পলিসিতে শিল্প গুলিকে চারটি প্রধান ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছিল

1. প্রথমটি স্ট্র্যাটেজিক ইন্ডাস্ট্রি পাবলিক সেক্টরের অন্তর্গত
2. দ্বিতীয়, বেসিক ইন্ডাস্ট্রিজ যেটা পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের অন্তর্গত
3. তৃতীয়টি ইম্পরট্যান্ট ইন্ডাস্ট্রিজ যেটা মূলত প্রাইভেট সেক্টরের অধীনস্থ এবং
4. চতুর্থটি হলো অন্যান্য শিল্প যেটি প্রাইভেট এবং কো-অপারেটিভ সেক্টরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেসোলিউশন 1956:

- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেসোলিউশন তৈরি করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মিশ্র অর্থনীতি মডেলের সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কে আরো ঘন করে একটা নতুন আকার তৈরি করা
- ভারতে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেসোলিউশন গ্রহণ করা হয়েছিল 1956 সালে, সেটা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এর তৈরি করা Model of Growth উপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছিল

- মডেল অফ গ্রোথ অনুযায়ী ভারী শিল্প গুলির ওপরে বেশি জোর দেয়া হয়েছিল যাতে করে ভারতীয় ইকোনমি আরো উন্নততর হতে পারে
- প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 1931 সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কলকাতায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
- 1956 সালের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেসোলিউশন সমগ্র শিল্পকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল সিডিউল এ সিডিউল এন্ড সিডিউল সি

- 1956 সালের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ভারতে 'ভারতের অর্থনীতি সংবিধান' (The Economic constitution of the country) এবং The Bible of State capitalism নামে পরিচিত

মনপলিস্টিক এন্ড রেস্ট্রাইক্টিভ ট্রেড প্রাক্টিসেস অ্যাক্ট 1969 (MRTP)

- 1969 সালে বড় বড় শিল্প গুলি যেগুলি একচেটিয়া শিল্প হিসেবে চিহ্নিত হয় সেগুলিকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে মরটপ আইনটি (Monopolistic and Restrictive Trade Practice) প্রণীত হয়

- 1969 সালের 18 ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদ MRTP অ্যাক্ট পাস করেছিল এবং প্রেসিডেন্ট সম্মতি জানিয়েছিলেন ডিসেম্বর মাসের 1 তারিখে, 1969 সালে

- আইনটিকে কার্যকর করা হয় জুন মাসের 1 তারিখ 1970 সালে, **দত্ত কমিটির** সুপারিশের উপর ভিত্তি করে যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুবিমল দত্ত

- 2009 সালে আইনটিকে বাতিল করা হয় বর্তমানে এই আইনটি স্থান নিয়েছে কম্পিটিশন 1 এবং কম্পেটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে

Foreign Exchange Regulation Act (FERA)

- FERA পাশ করা হয়েছিল ভারতীয় সংসদে 1973 সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের নেতৃত্বে
- 1973 সালে ভারতীয় শিল্পে বিদেশিদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 1947 সালের ফেরা আইনটি সংশোধন করে নতুন ফেরা আইন প্রবর্তিত হয়েছিল
- এটিকে কার্যকর করা হয় জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ 1974 সালে
- ১৯৯৮-৯৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে 'ফেরা' আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে 'ফেমা' (Foreign Exchange Management Act) আইনটির কথা পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন।
- ১৯৯৮ সালে 'Foreign Exchange Management Act' পাস হল এবং তার সাথে সাথে 'ফেরা'র বিলোপ সাধন ঘটল।

Industrial Policy Resolution 1977:

- এ রেসোলিউশনটি স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি কটেজ এবং ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রির ওপর জোর দেয়
- এটি নেহেরু-মহলানবিশ আদর্শ থেকে গান্ধীবাদ এর দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিস্থাপন হিসেবে ধরা যেতে পারে

Industrial Policy resolution, 1980:

- জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর নিজস্ব শিল্পনীতির প্রবর্তন করে
- কংগ্রেস সরকার প্রাইভেট সেক্টর এর উপর জোর দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্সিং কে হালকা করে দেয়
- টেকনলজি ট্রান্সফারের পাশাপাশি ফরেন এক্সচেঞ্জ এর ওপরেও জোর দেয়া হয়

mail us: contact@zerosum.in

EXIM Bank:

- আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের সর্বোচ্চ ব্যাংক হল এক্সিম ব্যাংক বা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
- এটি প্রতিষ্ঠিত হয় 1982 সালে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1981 এর অধীনে
- প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক্সিম ব্যাংক প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবসা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে
- এটি হেডকোয়ার্টার মুম্বাইতে অবস্থিত

Consumer Protection Act, 1986 :

- কনজিউমার প্রটেকশন অ্যাক্ট পাস হয় ভারতীয় সংসদে 1986 সালে
- এটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ক্রেতা বা কনসিউমারদের স্বার্থ রক্ষা করা
- এর অধীনে কনজিউমার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যান্য সংগঠন গঠন করা যেতে পারে যাতে করে ক্রেতাদের ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ ও বিষয়ে খতিয়ে দেখা যায়

New Industrial Policy, 1991:

- 1991 সালের 24 জুলাই ভারত সরকার একটি নতুন শিল্প পলিসি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ঘোষণা করে
- নতুন অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের ফলে এদেশের ধনতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা শুরু হয়
- ভারতের নতুন শিল্পনীতি নামে পরিচিত এই শিল্পনীতিতে গৃহীত কর্মসূচি গুলি হল
    - ✓ সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ (Privatazaition)
    - ✓ লাইসেন্সিং নীতির নমনীয়করণ
    - ✓ MRTP আইনের বিদায়
    - ✓ বিদেশি বিনিয়োগ ও বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবেশের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ
    - ✓ শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাপারে এলাকা নির্দিষ্টকরণে উদারীকরণ
    - ✓ সরকারি অলাভজনক ও রুগ্ন শিল্পের সংস্করণ

ভারতে রুগ্ন শিল্প সমস্যা সমাধান

- ভারতে রুগ্ন শিল্প সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকার চতুর্থ পরিকল্পনার সময়কাল থেকেই কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে আসে
- 1971 সালে রুগ্ন শিল্প গুলি কে পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প পুনর্গঠন সংস্থা (Indrustrial Reconstruction Corporation of India) প্রতিষ্ঠা করেন
- 1984 সালে এই সংস্থাটিকে পুনর্গঠন করে নামকরণ করা হয় Indrustrial Reconstruction Bank of India (IRBI)
- 1985 সালে রুগ্ন শিল্প আইন অর্থাৎ Sick Industrial Company Act পাস হয়; এর অধীনে 1987 সালে Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) প্রতিষ্ঠা করা হয়
- **1997 সালে IRBI কে পুনর্গঠন করে তার নামকরণ করা হলো ভারতের শিল্প বিনিয়োগ ব্যাংক (Industrilal Investment Bank of India –IIBI)**

ভারতে ব্যাংকিং ব্যাবস্থা (Banking In India)

- ভারতের ব্যাংকিং সিস্টেম চালু হয় 1770 সালে কলকাতায় ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
- ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্তান 1832 সালে কাজ করা বন্ধ করে দেয়
- পরবর্তীকালে অনেক ধরনের ব্যাংক চালু হয় ভারতে কিন্তু কিছু ব্যাংক সাফল্য পায় নি যেমন জেনারেল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যেটি 1786 প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 1791 সালে বন্ধ হয়ে যায়
- Oudh Commercial Bank প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1881 সালে এবং বন্ধ হয়ে যায় 1958 সালে
- Oudh Commercial Bank ভারতের প্রথম কমার্শিয়াল ব্যাংক ছিল
- বেশ কিছু ব্যাংক সাফল্য পেয়েছিল ভারতে তাদের মধ্যে কিছু ব্যাংক বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই
- যেমন এলাহাবাদ ব্যাংক যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1865 সালে
- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1894 সালে
- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক-এর তৎকালীন হেডকোয়াটার ছিল লাহরে
- এছাড়াও ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1906 সালে
- ব্যাঙ্ক অফ বরোদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1908 সালে
- সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1911 সালে
- বেশ কিছু ব্যাংক যেমন ব্যাংক অফ বেঙ্গল, (যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1806 সালে), ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে, (যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1840 সালে), ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ, (যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1843 সালে) ,- **সেগুলিকে**

একত্রিত করে একটি ব্যাংকে রূপান্তর করা হয়েছিল 1921 সালে, যেটি ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হয়

- 1955 সালে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া 1955 খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারতীয় পর্যবেক্ষণ কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee) – এর সুপারিশক্রমে দেশের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকটির মালিকানা লাভ করল সরকার। অর্থাৎ, ইম্পেরিয়াল ব্যাংক সরকারি ব্যাংকের খেতাব পেল এবং তার নতুন নামকরণ হল ভারতের স্টেট ব্যাংক (State Bank of India)। 1956 খ্রিস্টাব্দের জুলাই 1, এই ব্যাংকের কার্যকারিতা শুরু হয়।
- ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এপ্রিল মাসের 1 তারিখ 1935 সালে
- 1934 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইনের অধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়
- এই আইন হিল্টন ইয়ং কমিশন দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছিল
- এই কমিশনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1926 সালে
- 1949 সালের পয়লা জানুয়ারি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়েছিল
- 1960 সালে রাজ্য অধীনস্থ ব্যাংকগুলির / অ্যাসোসিয়েটেড ব্যাংকগুলির মধ্যে আটটি ব্যাংকে স্টেট ব্যাংকের অধীনে আনা হয়
- 1969 সালের 19 July শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে 14 টি কমার্শিয়াল ব্যাংকে জাতীয়করণ করা হয়েছে
- পরবর্তীকালে 1980 সালে আরো 6 টি কমার্শিয়াল ব্যাংকে জাতীয়করণ করা হয়েছে
- 1975 সালের অক্টোবর মাসের দুই তারিখ রিজিওনাল রুরাল ব্যাংক (RRB) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
- RRB প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য ছিল গ্রাস-রুট লেভেলে মানুষজনের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষজনকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য
- আলাদা আলাদা শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে যথা কৃষিকাজ, housing, ফরেন ট্রেড -এই ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উচ্চতম ব্যাঙ্ক বা apex level bank প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি নাবার্ড (NABARD) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1982 সালে
- এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক (EXIM) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1982 সালে
- নেশনাল হাউসিং ব্যাংক (NHB) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1988 সালে
- এবং এসআইডিবিআই (SIDBI) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1990 সালে

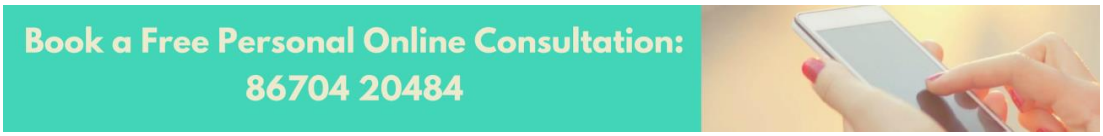

ব্যাংক (Bank):

সেয়ার্স –এর মতানুসারে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নগদ টাকাকে আমানতে, আমানতকে নগদ টাকায় এবং এক ব্যক্তি বা কারবারের নগদ টাকা অন্য ব্যক্তি বা কারবারের নামে হস্তান্তর করে তাকেই ব্যাংক বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank): দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক হিসাবে এই ব্যাংক সুপরিচিত। **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক হল এই পর্যায়ের ব্যাংক।** এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সব ধরনের ব্যাংক তাঁদের কার্যাদি নির্বাহ করে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকে হিসাবে কাজ করে।

- **তপশিলি ব্যাংক (Scheduled Bank): 1934 সালের ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের আইন অনুযায়ী যে সকল ব্যাংক ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বিতীয় তপশিল (Scheduled –II)** –এর অন্তর্ভুক্ত সেই সকল ব্যাংককে তপশিলি ব্যাংক (Scheduled Bank) বলা হয়। এই সকল ব্যাংকের আদায়িকৃত মূলধন ও জমার পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার কম নয়।

  সাধারণত এই তফসিলি ব্যাংক গুলি হল- ভারতের স্টেট ব্যাংক ও তার সহযোগী ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংক ।।
- **অ –তপশিলি ব্যাংক (Non –Scheduled Bank):** যে ব্যাংকগুলি ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের তপশিলে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যে ব্যাংকগুলি তাঁদের মোট আমানতের একটি বিশেষ অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে রাখে না ।সেই ব্যাংক গুলিকে অ –তপশিলি ব্যাংক বলে ।
- **বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank):** যে ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়িদের ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- **উন্নয়ন ব্যাংক (Development Bank):** বেসরকারি উদ্যোগগুলিতে যে সব ব্যাংক মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে মূলত দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়নের জন্য, সে ব্যাংকগুলিকে বলা হয় উন্নয়ন ব্যাংক। উদাহরণস্বরূপ, ICICI অ IDBI ইত্যাদি।
- **সমবায় ব্যাংক (Co –Operative Bank):** খুব কম সুদের হারে কৃষি ও সমবায়ের উন্নয়নের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাকে বলা হয় সমবায় ব্যাংক। **1904 সালে ভারতের সমবায় আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় সমবায় ব্যাংক। ভারতের সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থা ত্রি –স্তরীয়।** সেগুলি হল –রাজ্যস্তরের রাজ্য সমবায় ব্যাংক, জেলাস্তরের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং ব্লকস্তরের প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি।

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

- **জমি উন্নয়ন ব্যাংক (Land Development Bank):** যে ব্যাংকের মাধ্যমে মূলত জমির উন্নয়নের জন্য কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয় অর্থাৎ, জমির স্থায়ী উন্নতি, কূপ খনন, সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও দামি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কৃষকেরা ঋণ পায়। সেই ব্যাংকগুলিকে বলে জমি উন্নয়ন ব্যাংক।
- **বিনিময় ব্যাংক** (Exchange Bank): যে ব্যাংকের মাধ্যমে মূলত বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়ের কার্য সম্পাদিত হয় সেই ব্যাংকগুলিকে বলা হয় বিনিময় ব্যাংক।
- **আমদানি –রপ্তানি ব্যাংক (Exim Bank):** দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থাৎ, আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের উদ্দেশ্যে RBI 1982 সালে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে।
- **জাতিয় গৃহ ব্যাংক (National Housing Bank-NHB) ও রেসিডেক্স (RESIDEX):** ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক 1988 সালে জাতীয় গৃহ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করে। NHB সম্পূর্ণভাবে ভারতের মালিকানাভুক্ত এবং তা RBI এর অধঃস্তন। একটি সুদৃঢ় গৃহঋণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়।

জাতীয় গৃহ ব্যাংক 2007 সালে চালু করে রেসিডেক্স (Residex) নামক একটি বিশেষ সূচকের যেখানে 'RESIDEX' হল Residential Index এর শব্দসংক্ষেপ। মূলত দেশের বড় বড় নগরগুলিতে বাসস্থানযোগ্য সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির চালচিত্র অনুধাবণ করার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ সূচকটির অবতারণ করা হয়।

আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক (Regional Rural Bank) : ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নয়নে দৃষ্টিতে সমবায় ব্যাংকের সমবায় ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে এক তরী গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করা হয় আঞ্চলিক ভারতে সর্বপ্রথম অঞ্চলে **সর্বপ্রথম আঞ্চলিক গান আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় 1975 সালে উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদ এ**

বর্তমানে ভারতে 56 টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তিনটি

সেগুলি হল, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক , উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রিও গ্রামীণ ব্যাংক

এক্সিম ব্যাংক (Export –Import Bank –EXIM Bank): ভারতে আমদানি –রপ্তানি ব্যাংক 1982 সালের জানুয়ারি 1 প্রতিষ্ঠা হয় । এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঊর্ধ্বগতির পথ সুগম করার দৃষ্টিভঙ্গিতে। অর্থাৎ, **দেশে পণ্য ও পরিষেবার আমদানি ও রপ্তানি ব্যাবসার উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই ঋণ সরবরাই করার জন্যই এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।**

মুদ্রা ব্যাংক (Mudra Bank): 'MUDRA' হল 'মাকো ইউনিট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইন্যান্স' –এর শব্দসংক্ষেপ বা Abbreviation।

নরেন্দ্র মোদি সরকার এপ্রিল 8, 2015 তারিখে এই ব্যাংক চালু করেন। এই ব্যাংক চালু হয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং পুন অর্থ সরবরাহ করার জন্য। এই ক্ষুদ্র এককটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূলস্রোত বহির্ভূত।

সরকারি ব্যাংক (Public Sector Banks –PSBs): যে সকল ব্যাংকের বেশির ভাগ (পঞ্চাশ শতাংশের বেশি) মালিকানা সরকারের অধীন থাকে সেই সব ব্যাংক সংজ্ঞানুসারে সরকারি ব্যাংক নামে পরিচিত। এই ব্যাংকগুলি হল তপশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশের সব রাষ্ট্রায়ত্ত (Nationalized) ব্যাংক, ভারতের স্টেট ব্যাংক এবং এর সহযোগী ব্যাংকগুলি, আই ডি বি আই ব্যাংক লি. এবং ভারতীয় মহিলা ব্যাংক এই সরকারি ব্যাংকের তালিকাভুক্ত।

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD):

- **নবার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সিভারামান কমিটির(B.Sivaraman Committee) সুপারিশ এর উপর ভিত্তি করে ১৯৮২ সালে প্রতষ্ঠিত হয়** ।
- নবার্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল কৃষিক্ষেত্রে ও গ্রাম্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠা
- এটি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট আইন, 1981-কে কার্যকর করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- **নবার্ড হল ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে ও গ্রাম উন্নয়নের সর্বোচ্চ ব্যাংক যার হেডকোয়ার্টার মুম্বাইতে অবস্থিত**
- নবার্ড কৃষিক্ষেত্রে ও গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করে
- **নারাসিমহাম কমিটি** : 1991 সালে নারাসিমহাম কমিটি তার সুপারিশ পেশ করেছিল সেখানে বলা হয়েছিল প্রাইভেট সেক্টরের আওতায় আনা হোক ব্যাংকিং সিস্টেমকে
- এই সুপারিশ এর উপর ভিত্তি করে রিজার্ভ ব্যাংক প্রাইভেট সেক্টরে দশটি লাইসেন্স প্রদান করে
- যার মধ্যে প্রাপ্ত লাইসেন্স থেকে ছয়টি ব্যাংক বর্তমানেও কাজ করে
- যাদের উদাহরণ হল আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক, এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক, ইন্দাস ব্যাংক এবং ডি সি বি
- **1998 সালে নারাসিমহাম কমিটি আবার সুপারিশ প্রদান করে**
- সেই সুপারিশে বলা হয়েছিল যে আরো প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠা করা হোক
- সেই কারণে রিজার্ভ ব্যাংক কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাংকে 2013 সালে এবং ইয়েস ব্যাংকে 2004 সালে লাইসেন্স প্রদান করে
- **2013 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত তৃতীয় স্তরে ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল (third round of licensing) এবং 2014 সালে আইডিএফসি ব্যাঙ্ক এবং বন্ধন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়**

- এইচ এস বি সি বা হংকং এবং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন ছিলো প্রথম ব্যাঙ্ক যারা ভারতে ATM ধারণাটি প্রবর্তন করেছিল 1987 সালে
- প্রথম প্রতিষ্ঠিত ATMটি ছিল মুম্বাই শহরের অন্ধেরি ইস্ট অঞ্চলের শহর রোড ব্রাঞ্চে

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)

- **রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় 1935 সালে এপ্রিল মাসে 1 তারিখ**
- রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1934 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন অনুযায়ী
- রিজার্ভ ব্যাংকের সেন্ট্রাল অফিস প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়
- কিন্তু পরবর্তীকালে 1937 সালে মুম্বাইতে পাকাপাকিভাবে স্থানান্তর করা হয়
- **প্রাথমিক অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংক প্রাইভেট সেক্টরের আওতায় ছিল পরবর্তীকালে 1949 সালে জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং এই জাতীয়করণের মাধ্যমে ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রিজার্ভ ব্যাংকে**
- রিজার্ভ ব্যাংকের ধারণাটির স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় ডঃ আম্বেদকরের বই "The Problem of the Rupee – Its origin and its solution" নামক গ্রন্থটিতে
- এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় রয়াল কমিশন অন ইন্ডিয়ান কারেন্সি এন্ড ফাইন্যান্স এ সাজেশন এর ওপর ভিত্তি করে
- এই কমিশনটি **হিল্টন ইয়াং কমিশন নামেও পরিচিত**
- **রিজার্ভ ব্যাংককে আমরা 'ব্যাংকার্স ব্যাংক' নামে** চিনি
- রিজার্ভ ব্যাংকের বোর্ড গঠিত হয় একজন গভর্নর এবং চারজন ডেপুটি গভর্নর এর দ্বারা
- রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান হলেন ব্যাংকের গভর্নর
- রিজার্ভ **ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন অসবর্ন স্মিথ এবং প্রথম ভারতীয় গভর্নর ছিলেন সি ডি দেশমুখ**
- রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম মহিলা গভর্নর ছিলেন কে যে উদেশি
- **ডঃ মনমোহন সিং ছিলেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর পদে আসীন ছিলেন**
- রিজার্ভ ব্যাংকের চারটি জোনাল অফিস আছে সেগুলির চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা এবং মুম্বাই-তে অবস্থিত
- রিজার্ভ ব্যাংকের কুড়িটি আঞ্চলিক অফিস এবং 11 টি অফিস আছে
- 5 টি ট্রেনিং কলেজ আছে যেগুলিতে অফিসারদের শিক্ষা প্রদান করা হয়
- আর বি আই এর প্রতীক হলো Panther and Palm tree
- আর বি আই ভারতে ব্যাংক নোট চালু করার অধিকার রাখে

- এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক কেবলমাত্র কয়েনগুলি এবং এক টাকার নোট ছাপার অধিকার রাখে

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গতানুগতিক কাজগুলি হল –

(১) টাকাকড়ি প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার;

(২) সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাব কাজ করা;

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করা;

(৪) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করা;

(৫) দেশের মুদ্রার বাহ্যিক মূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষক হিসাবে কাজ করা এবং

(৬) অর্থ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের 'নিকাশি ঘর' হিসাবে কাজ করা ইত্যাদি।

টাকাকড়ি প্রচলনের একচেটিয়া অধিকারঃ

- ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী।
- এক টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সব ধরণের মুদ্রার প্রচলন করে থাকে।
- **এক টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রাগুলির ছাপানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে দেশের অর্থ মন্ত্রকের ওপর।**

সরকারি ব্যাঙ্কঃ

- সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।
- সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।
- সরকারের উদ্বৃত্ত আয় জমা থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। সরকার প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারে।
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবেই কাজ করে না। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তথা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কঃ

- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে।
- প্রথাগতভাবে বা বিধিবদ্ধভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তথা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখতে বাধ্য হয় নগদ হিসাবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঞ্চিত সোনা বা সরকারি সিকিউরিটি ক্রয় করে।
- প্রয়জনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

- ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী এবং বিভিন্ন ধরণের সংশোধনী আইন অনুযায়ী ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসাবে কাজ করে।

- দেশের প্রত্যন্তে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির শাখা বিস্তারের উপযুক্ত বন্দোবস্ত গ্রহণ করে এবং সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

ঋণ নিয়ন্ত্রণঃ

- দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দেশে ঋণ সৃষ্টি করা।
- এই ঋণের পরিমাণের ওপর ও তার উৎকর্ষতার ওপর নির্ভর করে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হলে দেশে মুদ্রা-স্ফীতির সম্ভবনা দেখা দিতে পারে এবং তা কম হলে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিতে পারে।
- সুতরাং, ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণঃ

- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বাহ্যিক মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করে। সেই উদ্দেশ্যেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতো বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে।

ব্যাংকিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংজ্ঞা

- **ব্যাংক রেট** -রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে বার্ষিক সুদের হারে ঋণ দেয় তাকে ব্যাংক রেট বলে

- **ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও(CRR)** : বাণিজ্যিক ব্যাংকে আবশ্যিকভাবে যে নির্দিষ্ট পরিমান টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট গচ্ছিত রাখতে হয় তাকে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বলে

- **রেপো রেট**-যে সুদের হারে কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলি রিজার্ভ ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ নেয় তাকে রেপো রেট বলে

- **রিভার্স রেপো রেট** (CRR) : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের স্বল্পমেয়াদি অতিরিক্ত তহবিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে জমা রাখে এই গচ্ছিত অর্থের ওপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যে হারে সুদ দেয় তাকে বলে রিভার্স রেপো রেট ।

- **মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি**-(MSF)এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তপশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলিকে জরুরী ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় যখন অতিরিক্ত লগ্নিপত্র থাকে না কেবলমাত্র তখনই বাধ্য হয়ে দেশে তপশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলি SLR কোটায় সরকারি সিকিউরিটি বিক্রি করে নগদ টাকা ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করে।

you win or you lose

- **বিধিবদ্ধ নগদ সংরক্ষণের অনুপাত**(Statutary Liquidity Ratio) : ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুলি অনুযায়ী প্রত্যেক দিন কাজের দিনের শেষে তাদের মোট চলতি ও মেয়াদি আমানত এর একটি অংশ সরকারি সিকিউরিটি **যা** সোনা এমনকি প্রয়োজনে নগদ টাকায় **জমা রাখতে বাধ্য হয়** ।আইন সম্মত এই **জমার অনুপাতটি** বিধিবদ্ধ নগদ সংরক্ষণ অনুপাত নামে পরিচিত ।

$$\text{SLR} = \frac{\text{জমা রাখার তরল সম্পদ}}{\text{মোট চলতি ও মেয়াদি আমানত}} \times 100\%$$

- **খোলা বাজারি কারবার** (Open Market Operation) : খোলা বাজারি কারবার বলতে বোঝায় এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে সরকারি সিকিউরিটি বা তমসুক (Bond) ক্রয় বিক্রয় করে **করে বাজারে অর্থের যোগান কমিয়ে বা বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।**
  কোন অবস্থায় যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, **কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহলে ব্যাংকে সুদের হার কমিয়ে অর্থাৎ বন্ডের মূল্য বৃদ্ধি করে জনগণকে বন্ড বিক্রির ব্যাপারে প্রলুব্ধ করতে পারে যাতে জনগণ বন্ড বিক্রি করে হাতে টাকা জমা রাখতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে অর্থের যোগান বেশি হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটি বা বন্ডের মূল্য কমিয়ে দিয়ে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।**

Rates as of 5th bi-monthly (December 2018) monetary policy meet

Reverse Repo Rate -6.25%

Marginal Standing Facility Rate- 6.75%

Bank Rate - 6.75%

Cash Reserve Ratio (CRR)- 4%

Statutory Liquidity Ratio (SLR)- 19.5%

চড়া আর্থিক নীতি (Dear Monetery Policy):

RBI যদি কোন সময় অর্থের যোগানের পরিমাণ সংকুচিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তাহলে ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দেবে অন্যদিকে যদি অর্থের যোগানের পরিমাণ সম্প্রসারণ করা বিবেচ্য বলে মনে হয় তাহলে ব্যাংক রেট কমিয়ে দেবে। মুদ্রাস্ফীতি চাপ বৃদ্ধির ফলে রিজার্ভ ব্যাংক, ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দিয়ে দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণের সচেষ্ট হবে ।এইভাবে ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণের নীতিকে চড়া আর্থিক নীতি(Dear Monetery Policy) বলা হয়

সস্তা আর্থিক নীতি (Cheap Monetary Policy):

পক্ষান্তরে, রিজার্ভ ব্যাংক **দেশের মূলধনের পরিমাণ** বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ সম্প্রসারণ করে থাকে। এভাবে ব্যাংক রেট কমিয়ে যে আর্থিক নীতি প্রণয়ন করা হয় তাকে সস্তা আর্থিক নীতি বলে।

- ✓ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া 1996 সালে **মহাত্মা গান্ধীর মুখমণ্ডলের ছবি যুক্ত** নোট বাজারে নিয়ে আসে ভারতীয় নোটের উপর বর্তমানে 15 টি ভাষা দেখা যায়
- ✓ 2010 সালে ভারতীয় মুদ্রার নতুন প্রতীক নিয়ে আসা হয় **এই নকশা টি প্রস্তুত করেছিলেন উদয় কুমার**
- ✓ **ভারতীয় মুদ্রার ডেসিমাল কারেন্সি সিস্টেম নিয়ে আসা হয় 1957 সালে**
- ✓ **ভারতীয় মুদ্রা নোট ছাপানো হয় নাসিক,দেওয়াস , মায়সোর, শালবনীতে।**
- ✓ ভারতীয় মুদ্রার কয়েন প্রস্তুত করা হয় মুম্বাই কলকাতা হায়দ্রাবাদ ও নয়ডাতে ।
- ✓ 2016 সালে 8 নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় মুদ্রার 500 এবং 1000 টাকার নোটের বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন যাকে বলে ডিমানিটাইজেশন
- ✓ স্বাধীনতার পর এটি ছিল দ্বিতীয় বার ভারতীয় মুদ্রার বাতিলিকরণ ।
- ✓ **1978 সালে মোরাজি দেশাই সরকার প্রথম ভারতীয় মুদ্রার বাতিলিকরণের বা ডিমানিটাইজেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল**
- ✓ **স্বাধীনতার আগে 1946 সালে ভারতের মুদ্রার বাতিল করা হয়**
- ✓ **বর্তমানের নতুন 2000 টাকার নোটে অশোক স্তম্ভের সাথে মঙ্গলায়ন এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লোগোটি লাগানো আছে**
- ✓ **500 টাকার নোট অশোক স্তম্ভের সাথে লালকেল্লা ও স্বচ্ছ ভারতের অভিযান লোগো টি লাগানো আছে, 200 টাকার নোটে সাঁচি স্তুপের, 100 টাকার নোটে গুজরাটের রানি কি ভাভ নামক স্থাপত্যের ছবি ও 50 টাকার নোটের হাম্পি মন্দিরের ছবি লাগানো আছে**
- ✓ **100 টাকার নোটে গুজরাটের রানি কি ভাভ নামক স্থাপত্যের ছবি**

ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORM FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

অবমূল্যায়ন (Devaluation):

বিশ্ববাজারে অন্যান্য মুদ্রার নিরিখে কোন রাষ্ট্র **যখন তার নিজের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে তখন তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা হয়**

এর ফলে আমদানি খরচ অনেকটাই বেড়ে যায় এবং রপ্তানি খরচ তুলনামূলকভাবে কম থাকে

স্বাধীনতার পর ভারতের ইতিহাসে মোট চারবার মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছিল 1949 সালে প্রথমবার তারপর 1966 সালে এবং 1991 সালে দুবার মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছিল

ফিসক্যাল নীতি (Fiscal policy)

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সুসম্পন্ন করার জন্য **আয় ও সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নীতি হল ফিসক্যাল নীতি** । ফিসক্যাল নীতি দেশে সরকারি ব্যয় দেশের কর ব্যবস্থা ও ঋণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিচালনার অন্যতম একটি নীতি।

মূলত দুই ধরনের হয় ফিসক্যাল নীতি -স্বল্পকালীন ফিসক্যাল নীতি ও দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতি ।

- ✓ সরকারের **স্বল্পকালীন ফিসক্যাল** নীতির মূল উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি পূর্ণ নিয়োগ সাধন করা ।
- ✓ অন্যদিকে **দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতির** উদ্দেশ্য হলো মূল উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন ।

you win or you lose

সরকারি বাজেট এবং ফিসক্যাল নীতি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও দেশের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে **ফিসক্যাল নীতির** মাধ্যম হলো সরকারি বাজেট।

সরকারি বাজেট-সরকারি বাজেট হল এমন এক অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি যার মাধ্যমে চলতি আর্থিক বছরে সরকারের প্রস্তাবিত ব্যয় ও কাঙ্খিত আয়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

বাজেটকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় -

ঘাটতি বাজেট , উদ্বৃত্ত বাজেট, ভারসাম্যযুক্ত বাজেট

ঘাটতি বাজেট : যদি সরকারের প্রস্তাবিত ব্যয় যদি আয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সেই বাজেটকে ঘাটতি বাজেট বলা হয় ।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ জে এম কেইন্স এর মতে উন্নয়নশীল দেশগুলি দেশের **অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করে ঘাটতি বাজেট এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করতে পারে।**

উদ্বৃত্ত বাজেট- কাঙ্খিত আয়ের পরিমাণ প্রস্তাবিত ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলা হয়ে থাকে ।

ভারসাম্যযুক্ত বাজেট -যদি আয় ও ব্যয় আনুমানিক হিসাব সমান ধরে নেয়া হয় তবে তাকে ভারসাম্য বাজেট বলা হয়ে থাকে ।

- ✓ স্বল্পোন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঘাটতি বাজেট অনুশীলন করা হয়।
- ✓ **উন্নত-দেশ গুলিতে বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেখানে কাঠামোগত (Infrustructure) দিক দিয়ে উন্নত সেখানে সরকারি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয়ে থাকে । এই দেশগুলিতে সাধারনত উদ্বৃত্ত বাজেট গ্রহণ করা হয়ে থাকে।**

পরিকল্পিত ব্যয় (Plan Expenditure) এবং অপরিকল্পিত ব্যয় (Non-Plan Expenditure)

পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারি ব্যয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় ,

একটি হলো **পরিকল্পিত ব্যয়** (Plan Expenditure) **অপরটি হলো অপরিকল্পিত ব্যয়**(Non-Plan Expenditure)

- ❖ **পরিকল্পিত ব্যয় বলতে** বোঝায় সরকারি বাজেটের পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে
- ❖ অন্যদিকে **অপরিকল্পিত ব্যয়** কোন দেশে পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় যা মূলত একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে সরকার প্রতিরক্ষামূলক কাজকর্মের পাশাপাশি ভর্তুকি, বেকার ভাতা, পেনশন, প্রশাসনিক ব্যয় এমনকি অনেক আপাৎকালীন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকল উদ্দেশ্যে নির্বাহিত হয়ে থাকে এই ব্যয় ।

রাজস্ব ঘাটতি(Revenue Deficit) ও ফিসক্যাল ঘাটতি(Fiscal Deficit)

1997-98 সাল থেকে এদেশের **ফিসক্যাল নীতিতে সুখময় চক্রবর্তীর** সুপারিশ ক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে

বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি ও ফিসক্যাল ঘাটতির মত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব ঘটে

রাজস্ব ঘাটতি (Revenue Deficit)- ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থিকমূল্য রাজস্ব প্রাপ্তির(Expected Revenue Receipts) পরিমাণ রাজস্ব ব্যয়ের(Proposed Revenue Expenditure) তুলনায় কমই থাকে। রাজস্ব বাজেটের এই পরিস্থিতি রাজস্ব ঘাটতি নামে পরিচিত।

রাজস্ব ঘাটতি= রাজস্ব ব্যয় - রাজস্ব প্রাপ্তি

বাজেট ঘাটতি(Budget Deficit) : যদি সরকারের মোট ব্যয়, মোট প্রাপ্তি থেকে বেশি হয় তাহলে বাজেট ঘাটতি দেখা যায়

বাজেট ঘাটতি = মোট ব্যয় - মোট প্রাপ্তি = (মোট প্রস্তাবিত পরিকল্পনাধীন ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় - মোট কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব ও মূলধন প্রাপ্তি)

রাজকোষ ঘাটতি(Fiscal Deficit) কাকে বলে?

সরকারের আয় আর ব্যয়ের মধ্যে যে ফারাক, সেটাই রাজকোষ ঘাটতি। এই ঘাটতি পূরণ করা হয় ধার করে। রাজকোষ ঘাটতি বাড়লে সরকারের ঋণের পরিমাণও বাড়ে। সরকার যদি বেশি ধার করে, তবে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য ধার পাওয়ার সুযোগ কমে। আবার, বেসরকারি ক্ষেত্র মোট যত টাকা ঋণ চায়, ঋণ দেওয়ার জন্য তত টাকা যদি বাজারে না থাকে, তবে সুদের হার, অর্থাৎ ধার নেওয়ার খরচ, বাড়তে থাকে। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগের পরিমাণ কমতে পারে। তাতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ধাক্কা খায়।

২০০৩ সালে ভারত সরকার 'ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (এফআরবিএম)' আইন তৈরি করে। এই আইন অনুসারে, রাজস্ব খাতে কোনও ঘাটতি থাকা চলবে না, এবং রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র তিন শতাংশের বেশি হবে না।

প্রকৃত ছবিটা কিন্তু অন্য রকম। সরকার কখনও শূন্য রাজস্ব ঘাটতিতে পৌঁছতে পারেনি; রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণও তিন শতাংশে নামিয়ে আনা যায়নি।

রাজকোষ ঘাটতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন অধ্যাপক অর্থনীতিবীদ সুখময় চক্রবর্তী 1997-98। সালের অর্থবর্ষে এই ধারণাটি তিনি নিয়ে আসেন।

গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস বা পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)

- ✓ জিএসটি কর সংক্রান্ত **বিল** সংবিধানের 122 তম সংবিধান সংশোধনী আকারে লোকসভায় পাস হয় 2015 সালে
- ✓ রাজ্যসভায় পাস হয় 2016 সালে **গুডস** অ্যান্ড সার্ভিসেস **বা** পণ্য ও পরিষেবা কর
- ✓ **GST 101 তম সংবিধান সংশোধনী বিলের মাধ্যমে ভারতে চালু হয় 2017 সালের 1 জুলাই। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এই বিলটিকে কার্যকরী করেন**
- ✓ **বিশ্বে প্রথম জিএসটি চালু হয় ফ্রান্সে 1954 সালে**
- ✓ **ভারতের জি এস টি কর ব্যবস্থা দ্বৈত এই পরিষেবা কানাডার অনুকরণে ভারতের প্রচলন হয়**
- ✓ **জি এস টি কর হল প্রায় সমস্ত পরোক্ষ করের পরিবর্তে একটি সংগতিপূর্ণ কর**
- ✓ **ভারতের GST পাঁচটি স্ল্যাবে বিভক্ত যথা- 0%, 5%, 12%, 18%, 28%**

ভারতে প্রচলিত অর্থ সরবরাহ

ভারতে প্রচলিত অর্থ সহ সরবরাহকে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বিশেষ সংকেত এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়

M0 = জনগণের হাতে চলতি টাকা + রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ব্যাংকের আমানত+ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অন্যান্য আমানত

M1= জনসাধারণের হাতে রক্ষিত মুদ্রা + ব্যাংকের চলতি খাতের পাওয়ার আমানত + রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে অন্যান্য আমানত

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy unlimited support till Success!

M2= M1+ পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা

M3= M1+ ব্যাংকের কাছে মেয়াদি আমানত

M4= M3+ পোস্ট অফিসে সঞ্চিত আমানত মোট আমানত

এখানে M0 হল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থ বা সংরক্ষিত অর্থ। এই অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

M1 অর্থের জোগানকে ন্যারো মানি বা সংকীর্ণ অর্থ বলা হয়ে থাকে

যেখানে M3 অর্থের জোগানকে ব্রড মানি বা বৃহৎ অর্থ বলা হয়ে থাকে

দেশে অর্থের জোগান বলতে প্রচলিতভাবে M3 অর্থের জোগানকে বোঝানো হয় অর্থাৎ M3 এর পরিমাণ বাড়লে অর্থের জোগান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধরা হয় পক্ষান্তরে এর পরিমাণ কমলে অর্থের জোগান হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করা হয়

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

- ✓ ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য গুলি **সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি** থেকে গৃহীত হয়েছে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো
- ✓ দেশের অর্থনৈতিক প্রসার ঘটানো ,সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায় পরায়নতা প্রতিষ্ঠা, বেকার সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র দূরীকরণ, স্বনির্ভরতা,আধুনিকীকরণ
- ✓ **ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে প্রণীত হয়েছিল**
- ✓ ভারতে প্রথম পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণা **দিয়েছিলেন এম বিশ্বেসরাইয়া** ।1934 সালে প্রকাশিত **প্ল্যান্ড ইকোনমি ফর ইন্ডিয়া গ্রন্থে** তিনি তার এই ধারণা কে প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন
- ✓ **1938 সালে জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে দেশের প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়**
- ✓ **1944 সালে মুম্বাইয়ের আট জন অগ্রণী শিল্পপতি তাদের 'বম্বে পরিকল্পনা' ধারণা দেন**
- ✓ **1944 সালে শ্রী শ্রীমান নারায়ন তার 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনার' ধারনা প্রকাশ করেন**
- ✓ **1945 সালে কমিউনিস্ট নেতা এম এন রায় তার ধারণা 'জনতা পরিকল্পনা'(Peopl's Plan) জনসমক্ষে নিয়ে আসেন**
- ✓ **1950 সালে জেপি নারায়ান 'সর্বোদয় পরিকল্পনা' ধারণা পেশ করেন**

যোজনা কমিশন (Planning commission)

- ✓ **1950 সালের 15 ই মার্চ স্বাধীন ভারতের প্রথম যোজনা কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়**
- ✓ **প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হোন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু**
- ✓ এটি ছিল একটি সংবিধান বহির্ভূত এবং অবিধিবদ্ধ সংস্থা

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ (National Development Council)

- ✓ **1952 সালের 6 আগস্ট জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়**
- ✓ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করার মূল কারণ ছিল যোজনা কমিশনের সমস্ত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তকে অনুমোদিত করা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- ➢ এর সময়কাল ছিল 1 এপ্রিল 1951 - মার্চ 31 1956 পর্যন্ত
- ➢ **হ্যারড ডোমার (harrod-domar) মডেলের ওপর ভিত্তি করে এটি পরিকল্পিত হয়েছিল**
- ➢ ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে **বেশি জোর দেয়া হয়েছিল কৃষি এবং সেচের উপরে**
- ➢ এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সেচ খাল,বাঁধ নির্মিত হয়
- ➢ **ভাকরা, হিরাকুদ,মেট্টুর ,দামোদর ভ্যালি ড্যাম এই পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ হয়**
- ➢ **সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি(Community Development Projects) গৃহীত হয় 1952 সালে**
- ➢ **1952 সালে ভারতের প্রথম পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এটি ছিল বিশ্বের প্রথম পরিবার পরিকল্পনা নীতি**
- ➢ **মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপের আইন** : 1948 সালে ভারতে সর্বপ্রথম জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণীত হলে প্রথম পরিকল্পনা সময়কালে এই আইন ভারতের প্রায় সব রাজ্যে প্রণীত হয়
- ➢ **পশ্চিমবঙ্গের ভূসম্পত্তি গ্রহণ আইন (The West Bengal Land Reforms Act) :** এই আইনটি প্রণীত হয় 1953 সালে তবে আইন প্রবর্তিত হয় 1954 সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন: এই আইন প্রবর্তিত হয়েছিল 1956 সালে

- **জাতীয় তাপীয় শক্তি নিগম লিমিটেড**(NTPC-National Thermal Power Corporation Limited))- সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় 1955 সালে
- **প্রথম আর্থিক কমিশন:** গঠিত হয় 1951 সালে
- **ভারতের প্রথম সম্পদ কর(Estate Duty)** চালু হয় 1953 সালে
- গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কমিটি -গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয় 1955 সালে
- **ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন** (UGC) গঠিত হয় 1956 সালে
- কৃষিক্ষেত্রে ভাল উৎপাদনের জন্য এই পরিকল্পনা নির্ধারিত লক্ষ্যপূরণে সাফল্য লাভ করে

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- এর সময়কাল ছিল এপ্রিল 1 ,1956 -মার্চ 3, 1961 পর্যন্ত
- **প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ মডেলের ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছিল**
- **এই মডেল অনুযায়ী ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ** করে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য
- **শিল্পক্ষেত্রে জোর ধাক্কা (Big Push) দিয়ে** অর্থনীতিকে উন্নয়নের স্তরে পৌছে দেবার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল দ্বিতীয় যোজনা কালে
- **দুর্গাপুর,রাউরকেল্লা ও ভিলাইয়ে গ্রেট ব্রিটেন,পশ্চিম জার্মানি এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে ইস্পাত কারখানা গুলি গড়ে ওঠে**
- 1956 সাল থেকে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক তার কার্যকলাপ শুরু করে
- ভারতের জীবন বীমা নিগম(LIC) শুরু হয় 1956 সালে
- 1957 সালে অর্থনীতিবিদ ক্যালডরের সুপারিশে চালু হয় বাৎসরিক কর (Annual Tax)
- **1956 সালে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পিএল-480 (PL-480) চুক্তি;** এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত আমেরিকা থেকে সুবিধাজনক শর্তে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য আমদানি করার সুযোগ পায়
- **1956 সালে ঘোষিত হয় ভারতে দ্বিতীয় শিল্পনীতি । এই শিল্পনীতিতে দেশে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গুলি কে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলো**

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- এর সময়কাল ছিল এপ্রিল 1, 1961 -মার্চ 31, 1966
- এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল **স্বনির্ভর ও স্বতঃ-উৎপাদনশীল অর্থনীতি** রূপে দেশের আত্মপ্রকাশ ঘটানো
- কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করার সাথে সাথে মৌলিক শিল্পের বিস্তারের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়
- গ্রামীণ জনশক্তি কর্মসূচি(Rural Manpower Programme)- এই কর্মসূচি শুরু হয় 1960- 61 সালের শেষের দিকে এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধান করা
- **নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচি(Intensive Agricultural District Programme-IADP)**- এই কর্মসূচি শুরু হয় 1961 সালে যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাসায়নিক সার, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতির মতো অতি প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সুপরিকল্পিতভাবে সরবরাহ করা
- **নিবিড় এলাকা কর্মসূচি(Intensive Agricultural Area Programme-IAAP)** - এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল 1964 সালে
- **ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া(FCI)- 1964 সালে এর কার্যাবলি শুরু হয়**
- **কৃষি দাম কমিশন (Agricultural Price Commission) গঠিত হয় 1965 সালে**
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া(IDBI)- গড়ে ওঠে ১৯৬৪ সালে ।
- 1962 সালে ভারতে চীনের আগ্রাসন, 1965 সালে ভারত পাক যুদ্ধ এবং 1965-66 সালের ব্যাপক ক্ষরা প্রভৃতি কারণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়
- **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল 5.6 শতাংশ কিন্তু বাস্তবে তা দাঁড়ায় মাত্র 2.4 শতাংশ**
- এই যোজনা কালে মুদ্রাস্ফীতির অস্বাভাবিক চাপে অর্থনীতির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে
- বেকারত্বের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল

তিনটি বার্ষিকী পরিকল্পনা-প্ল্যান হলিডে বা পরিকল্পনার ছুটির সময় কাল

- **পরিকল্পনার ছুটির সময় কাল – 1966/67-1968/69**
- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝে দুই বছর গতানুগতিকভাবে পরিকল্পনা কর্মসূচি ব্যাহত হয়েছিল ।এর পরিবর্তে তিনটি বছর তিনটি বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ন করা হয়েছিল।
- এই তিন বছর ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসে প্ল্যান হলিডে বা পরিকল্পনার ছুটির সময় কাল নামে পরিচিত হয়েছিল।

- তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এদেশের চীনের ভারত আক্রমণ (1962 সালে), পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ(1965-66 সালে),1965 -66 সালে ক্ষরার প্রভাবে অর্থ ব্যবস্থার যে বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তখন আর আলাদা করে নতুন কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সূচনা করা সম্ভবকর ছিলনা ।
- **পরপর এই তিনটি বার্ষিকী পরিকল্পনা গতানুগতিকভাবে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি এই পরিকল্পনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্তির লক্ষ্যে কতগুলি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল ।**
- 1966-69 সালে এই তিন বছরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বার্ষিক 6.2 শতাংশের হারে
- শিল্পক্ষেত্রে এই তিন বছর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল বার্ষিক করে 2.3 শতাংশের হারে
- **1966 সালের 1 জুন মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয় বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে ।1949 সালের পর সালের মুদ্রার অবমূল্যায়ন এরপর এটি ছিল দ্বিতীয় বার অবমূল্যায়ন ।মূলত ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এর উদ্দেশ্য** ছিল**অবমূল্যায়ন**
- **1966-67 সালে ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।**
- **চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 1969 সালে চৌদ্দটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়েছিল**

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল ছিল এপ্রিল 1, 1969 থেকে মার্চ 31, 1974 পর্যন্ত
- পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান **ডি আর গ্যাডগিলের তত্ত্ব অনুযায়ী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিল তৈরি হয়**
- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান দুটি লক্ষ্য **ছিল,উন্নতির সাথে স্থিতিশীলতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা**
- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী **পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার উদ্দেশ্যটি** উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এর জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল

- **গৃহ নির্মাণ ও নগর উন্নয়ন কর্মসূচি-** এই কর্মসূচি গৃহীত হয় 1970 সালে
- **গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য জরুরি কর্মসূচি(Crash scheme for Rural employment)** এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল 1971 -72 সালে
- **মহারাষ্ট্রের নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি-** এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল 1972 -73 সালে
- **কম্যান্ড এরিয়া প্রোগ্রাম (১৯৭৩-৭৪)** এর মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করাই এর লক্ষ্য ছিল
- **১৯৭৪ সালে ১৮ই মে, রাজস্থানের পোকরানে ভারত প্রথম underground nuclear test করে। এই project-টির নাম দেওয়া হয়েছিল Smiling Buddha (স্মাইলিং বুদ্ধা)।**

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সময়কাল ছিল এপ্রিল 1, 1974 থেকে মার্চ 31 ,1979 সাল পর্যন্ত **কিন্তু 1978 সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসায় 1978 সালে এই পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে**
- **ডি ডি ধর ছিলেন এই পরিকল্পনার প্রধান রুপকার ।**
- পঞ্চম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি, **দারিদ্র দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা**
- বলা যেতে পারে এ দেশে পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে **দারিদ্রতা দূরীকরণ এর উপর সরাসরি প্রয়াস চালানো হয়**
- **ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে কার্যক্রম (Minimum needs programme) :এর মাধ্যমে দেশে গরীব লোকদের জীবনধারণের মানোন্নয়ন করা তথা দরিদ্রতা দূরীকরণের প্রয়োগ শুরু করা হলো**
- **পঞ্চম পরিকল্পনা সময়কালে 14 বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো ,পানীয় জল সরবরাহ করা, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, শ্রমিকদের বাসস্থান বন্দোবস্ত করা, বস্তি এলাকার উন্নয়ন ঘটানো এ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য**
- **গরিবি হটাও স্লোগানটি উচ্চারিত 1975 সালে**
- **বিশ দফা কর্মসূচি (Twenty-Point Peogramme)**
  এই কর্মসূচি শুরু হয় 1975 সালে
- **কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র নিরসন এবং সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জীবন ধারণে মানের উন্নয়ন ঘটানো**
- **মরুভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি - এই কর্মসূচি গৃহীত হয় 1977-78 সালে**
- **কাজের বিনিময়ে খাদ্য(Foods for work programme) এই প্রকল্প শুরু হয় 1977-78 সালে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মজুরি ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা**

- অন্ত্যোদয় যোজনা –রাজস্থানে **1977 সালে শুরু হয় এই যোজনা**

বহতা পরিকল্পনা (Rolling Plan)

- 1977 সালে জনতা দল ক্ষমতায় এলে পঞ্চম পরিকল্পনার অকাল বিয়োগ ঘটে নতুন পরিকল্পনা কমিশন এসেই ভারতের প্রায় তিন দশকের পরিকল্পনা কৌশলকে সংস্কার করে **মোরারজি দেশাই নেতৃত্বে জনতা সরকার দেশে এক নতুন দিক উন্মোচন করলেন -বহতা পরিকল্পনা নকসা গ্রহণের মাধ্যমে ।**
- **জনতা দল সরকার 1978-83 সালের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপরেখা তৈরি করল যেখানে 1978-79 সালের জন্য একটি বার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হলো বহতা পরিকল্পনার ধারনা কে মাথায় রেখেই**
- 1978 -83 সালের পরিকল্পনা জনতা সরকারের ষষ্ঠ পরিকল্পনা নামে পরিচিত
- **বহতা পরিকল্পনার ধারনা টি সর্বপ্রথম দেন অধ্যাপক রাগনার ফ্রিস**
- বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ **'এশিয়ান ড্রামা' রচয়িতা গুন্নার মিরডাল** তৃতীয় বিশ্বে তাদের আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানের বহতা পরিকল্পনা রূপায়নের সুপারিশ করেন
- **Rolling Plan-এর অর্থ হল:- প্রথম বছরের প্ল্যানিং অনুযায়ী কাজের মূল্যায়ন করা ও তা বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় বছরের জন্য নতুন প্ল্যান প্রস্তুত করা।**
- "Hindu rate of growth"**- শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ Raj Krishna.**

zero-sum
you win or you lose

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1980-1985)

- 1980 সালে কেন্দ্রীয় আবার কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এলে জনতা সরকারের প্রবাহমান পরিকল্পনার অবসান ঘটিয়ে নতুন করে ষষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়ে আসা হয়
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি economic liberalization –এর প্রারম্ভ ও Nehruvian socialism-এর অবসান এর কারণে উল্লেখযোগ্য।
- Shivaraman কমিটির সুপারিশে গ্রামীণ বিকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালের ১২ই জুলাই National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) প্রতিষ্ঠিত হয়।

- প্রাথমিক প্রযুক্তিগত শিক্ষাদান ও ব্যবসায়িক পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের যুবাদের স্বনিযুক্তিকরণের উদ্দশ্যে ১৯৭৯ সালে Traning of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM) স্থাপিত হয়।
- ১৯৮০ সালে ২রা অক্টোবর The National Rural Development Programmeme চালু হয়।
- ১৯৮০ সালে অক্টোবর মাসে The National Rural Employment Programmeme (NREP)-এর সূচনা হয়।
- এই সময় Visakhapatnam Steel Plant (Andhra Pradesh) ও Salem Steel Plant (TamilNadu), Bhadravathi Steel Plants (Karnataka)
- ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটি সফলতম পরিকল্পনা। যার সমৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.২% এবং প্রকৃত সমৃদ্ধির হার পৌঁছেছিল ৫.৭%-তে।
- এটি হল একমাত্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা দুইবার পরিকল্পিত হয়েছিল।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1985-1990)

- Rajiv Gandhi সরকারের আমলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন প্ল্যানিং কমিশনের Deputy Chairman ছিলেন Dr. Manmohan Singh.
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের মাধ্যমে নতুন নতুন রোজগারের পথ সৃষ্টি করা।
- ১৯৮৯ এপ্রিল সালে খাদ্য, কার্ম, উৎপাদনের উদ্দেশ্যে "জহর রোজগার যোজনা" চালু হয়।
- যার সমৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬% এবং প্রকৃত সমৃদ্ধির হার পৌঁছেছিল ৫%-তে।

Annual Plans (1990-1992):

- কেন্দ্রের দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে ১৯৯০ সালে বাস্তবায়িত করা যায়নি। তাই ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ সালের পরিকল্পনা Annual Plan-রূপে বিবেচিত হয়।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় ১৯৯২ সালে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা -Eighth Plan (1992-1997)

- ১৯৯১ সালে ভারতকে বৈদেশিক লেনদেন (foreign exchange-FOREX)-এ বড় ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়। তখন ভারতের কাছে মাত্র ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা মজুত ছিল, তাই ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সংশোধিত করার দরকার হয়ে পড়ে।
- সেই সময়ের অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন ভারতকে দেউলিয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল।
- এটি ছিল ভারতীয় অর্থনীতির liberalization, privatization and globalization (LPG)-এর আরম্ভ।
- শিল্পের আধুনিকিকরণ ছিল অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- ভারত ১ লা জানুয়ারী ১৯৯৫ সালে World Trade Organization-এর সদস্য হয়।
- এই Planning-এর ফলে ভারতের সম্বৃদ্ধির হার বেড়ে দাড়ায় ৬.৮%।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা -Ninth Plan (1997-2002)

- ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছরের মাথায় নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়। সেই সময় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (জীবন যাত্রার উন্নতি, রোজগার বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সমতা রক্ষা ও আত্মবিশ্বাস-এর উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়।
- GDP বৃদ্ধির হারের লক্ষমাত্রা ৬.৫% করা হলেও GDP বৃদ্ধির হার বেড়েহয় ৫.৪%।
- কৃষিক্ষেত্রেবৃদ্ধিরলক্ষ্যমাত্রা ৪.২% রাখাহলেওপ্রকৃতবৃদ্ধিরহারদাঁড়ায় ২.১% ।
- শিল্পক্ষেত্রেবৃদ্ধিরলক্ষ্যমাত্রা ৩% স্থিরকরাহলেওতাবেড়েদাঁড়ায় ৪.৫%।
- সমৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭.১% স্থির করা হলেও সমৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৮%।

JOIN LIVE ONLINE COURSE WITH
ZERO-SUM

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা -Tenth Plan (2002-2007)

- এই পরিকল্পনাতে GDP বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়ায় ৮%।
- ২০০৭-এ দারিদ্র্যতার হার ৫% কমে যায়।
- এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ মানের নিযুক্তি।
- শিক্ষা এবং মজুরির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা (২০০৭-এর মধ্যে)।
- বিশ দফা কর্ম সূচির পুনঃপ্রবর্তন ।
- সমৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮.১% প্রকৃত সমৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭.৭%।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা -Eleventh Plan (2007-2012)

- ১৮-২৩ বছরের যুবক-যুবতীদের উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ২০১১-১২ সালের মধ্যে।
- দূরশিক্ষা (Distant Education), তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উপর জোর দেওয়া।
- শিক্ষা এবং দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বসাধারণের ক্ষমতায়ন।
- লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস।
- প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা
- কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা GDP-এর ৪%।
- এই পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল "সার্বিক সমৃদ্ধি"(Inclusive Growth)।
- সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে ভারতের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণের ওপর জোর দেওয়া হয়।
- শিল্পোৎপাদনক্ষেত্র (Manufacturing Sector) উন্নয়নের মাধ্যমে নিযুক্তি বৃদ্ধি করা।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা- শেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

Twelfth Plan (2012-2017)

- গড় বার্ষিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮.২%।
- পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ছিল পরিকল্পনার প্রধান ক্ষেত্র।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য

- **ভারতের পরিকল্পনা ইঙ্গিতবাহী পরিকল্পনা**(Indiacative) ,ভারতের পরিকল্পনা আইন সম্মত বা বিধিবদ্ধ নয় বা বাধ্যতামূলক নয়
- **ভারতের পরিকল্পনা হলো বিকেন্দ্রিক পরিকল্পনা** ;পঞ্চায়েতিরাজ , পৌরসভার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বলবৎ হওয়ার কারণে ভারতের পরিকল্পনা বি কেন্দ্রিক
- **ভারতের পরিকল্পনা বস্তুগত তথা অর্থ সংক্রান্ত** তবে ভারতের পরিকল্পনা আংশিকভাবে সামাজিক পরিকল্পনা বলা চলে
- ভারতের পরিকল্পনা কাঠামোগত তথা ক্রিয়ামূলক

সরকারি প্রকল্প ও সাল

সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি (Community Development Project) - 1952 **সালে**

পরিবার পরিকল্পনা নীতি (Family Planning Policy) - 1952 **সালে**

গ্রামীন জনশক্তি কর্মসূচি হাজার (Rural Man Power Programming) - 1960-61 **সালে**

নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচি (Intensive Agriculture District Programme - IADP) - 1961 **সালে**

নিবিড় কৃষি এলাকা কর্মসূচি (Intensive Agriculture Area Programme - IAAP) - 1964-65 **সালে**

প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি শ্রমিক এজেন্সি (Marginal Farmers and Agricultural Labourers agency) – 1973-74 **সালে**

ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Development Agency)- 1974 -75 **সালে**

মহারাষ্ট্রে নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (Employment Guarantee scheme of Maharashtra) -1972 -73 **সালে**

কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (Food for work Programme)- 1977-78 **সালে**

স্ব –নিয়োজিত কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ যুবকদের প্রশিক্ষণের কর্মসূচি (Training of Rural Youth for self-employment) - 1979 সালে

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme)-1978-79 সালে (আংশিক) 1980 সালে (সারা ভারতে)

জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (National Rural Employment Programme) যা পূর্বতম কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প -1980 সালে

গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (Ruler Landless Employment Guarantee Programme)- 1983 সালে

জওহর রোজগার যোজনা (Jawahar Rozgar yojona- JRY)-1989 সালে

নেহেরু রোজগার যোজনা (Nehru Rozgar yojona- NRY)-1989 সালে

স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা IRDP (পূর্বতন ও তার অনুষঙ্গ কর্মসূচি গুলির সংমিশ্রণ ও নতুন নামকরণ)- 1999 সালে

স্বর্ণ জয়ন্তী শহরি রোজগার যোজনা- 1997 সালে

জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা- 1999 সালে

মিড ডে মিল স্কিম (MDMS)- 1995 সালে

অন্ত্যেদয় অন্ন যোজনা (Antodaya Anna Yojana)- 2000 সালে ডিসেম্বর 25

বিশ দফা কর্মসূচি (Twenty -Point Programme)- 1975 সালে

মরুভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি (Desert Development Programme)- 1977 -78 সালে

শহরাঞ্চলে গরিবদের জন্য নিযুক্তির কর্মসূচি (Salf Employment Programme for Urban Poor)- 1986 সালে

অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড (2002-০3 সালে এই কর্মসূচি সর্বশিক্ষা অভিযানের সঙ্গে মিশে যায়)- 1987 -88 সালে

শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি (National Policy on Education)- 1986 সালে

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান (National literacy Mission)- 1988 সালে

সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)- নভেম্বর 2000

ভারত নির্মাণ প্রকল্প- 2005 সালে

জহরলাল নেহেরু জাতীয় শহর পুনর্নবীকরন মিশন (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission)- 2005 সালে

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (National of Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme)- 2006 সালে ফেব্রুয়ারী 2

প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana)- 2006 সালে

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (N R H M)- 2005 সালে

জাতীয় শহর স্বাস্থ্য মিশন (N U M H)- 2013 সালে

রাষ্ট্রীয় মহিলা কোশ (Rashtriya Mohilla Kosh)- 1993 সালে

ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহায়ক যোজনা (Indira Gandhi Matritya Sahyog Yojana)- 2010 সালে

রাজীব আবাস যোজনা (Rajiv Awaas Yojana)- 2011 সালে

নির্মল ভারত অভিযান (Nirmal Bharat Avijan)- 2012 সালে

জাতীয় শহরে জীবিকা মিশন (National Urban livelihood mission- NULM)-2012-13 সালে

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (National Rural livelihood mission- NRLM/ Aajeevika)-2011 সালে

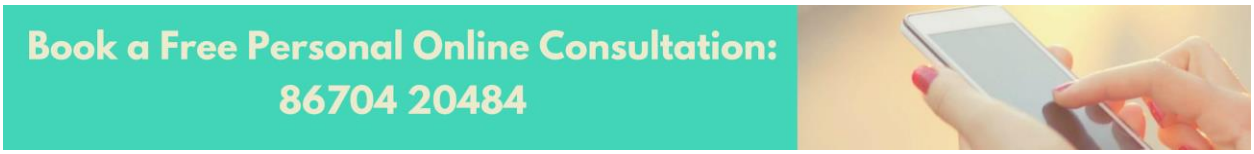

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojona)- 2014 সালে

স্বচ্ছ ভারত অভিযান (Swatchh Bharat Abhiyan)- 2014 সালে

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana-2015 সালে

Smart Cities Mission- 2015 সালে

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA-2014 সালে

PRADHAN MANTRI SANSAD ADARSH GRAM YOJANA-2014

Pradhan Mantri Beti Bachao, Beti Padhao Yojana-2015

(The National Institution for Transforming India- NITI Aayog)

নীতি আয়োগ-

দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ছয় দশকের পুরাতন পরিকল্পনা কমিশনের কাজকর্মে সমাপ্তি ঘটিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকার 1 জানুয়ারি ,2015 সালে নীতি আয়োগ নাম একটি বিকল্প সংস্থা গঠন করে

- পূর্বতম যোজনা কমিশনের মতনই নীতি আয়োগ একটি অবিধিবদ্ধ ও উপদেষ্টা মুলক সংস্থা
- সর্বোচ্চ স্তরে সভাপতি বা চেয়ারম্যান পদে বসেন প্রধানমন্ত্রী

zero sum
you win or you lose

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) এবং বিশ্বব্যাংক

1945 সালে ব্রেটন উডস সম্মেলন (সম্মেলনটি হয় ১৯৪৪ সালে) অনুসারে দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয় একটি হলো

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার(The International Monetary Fund) এবং অপরটি হলো পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক(International Bank for Reconstruction and Development -IBRD) বা বিশ্বব্যাংক

পরবর্তীকালে বাণিজ্যিক দেশগুলির পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ ও বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো General Agreement on Tariffs and Trade (GAT) ।

1994 সালে গ্যাট চুক্তির অঙ্গ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization –WTO) গঠিত হয় যার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল 1995 সালের পয়লা জানুয়ারি।

স্টক এক্সচেঞ্জ

বর্তমানে ভারতে মোট 24 টি স্টক এক্সচেঞ্জ আছে এদের মধ্যে 21 টি হলো স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং তিনটি হলো স্বীকৃতি বিহীন

ভারত তথা এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে পুরাতন স্টক এক্সচেঞ্জ টি হলো বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE) প্রতিষ্ঠিত হয় 1875 সালে

ভারতের সর্ববৃহৎ স্টক এক্সচেঞ্জ হল ‘ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ’

ভারতের 3 টি স্বীকৃতি বিহীন স্টক এক্সচেঞ্জ হলো- মগধ স্টক এক্সচেঞ্জ, সৌরাষ্ট্র স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ম্যাঙ্গালোর স্টক এক্সচেঞ্জ।

ভারতের 24 টি স্টক এক্সচেঞ্জ এর মধ্যে মাত্র পাঁচটি সক্রিয়ভাবে ব্যবসা করে যেগুলি হলো-

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, এম সি এক্স স্টক এক্সচেঞ্জ , ইউনাইটেড স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সেন্ট্রাল স্টক এক্সচেঞ্জ।

বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ –

1875 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ।

এই স্টক এক্সচেঞ্জের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো – SENSEX, DOLLEX, MIDCAP,BSE-100,SMLCAP.

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় 1992 সালে

এটি বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ

এর সূচকটির নাম নিফটি(Nifty)

ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক (SIDBI-Small Industries Development Bank of India)

1990 সালের এপ্রিল মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে প্রধান ঋণ সরবরাহকারী হিসেবে কাজ শুরু করে

ভারতের নিরাপত্তা ও বিনিময় বোর্ড (Securities and Exchange Board of India-SEBI)

SEBI স্থাপিত হয় 1988 সালে। 1992 সালে নরসিমহাম কমিটির সুপারিশ ক্রমে SEBI স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পায় । এই সংস্থাটি স্থাপনের পিছনে মূল কারণ হলো মূলধনি বাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং **এবং মূলধনী বাজারের উন্নয়ন সাধন করা।**

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া(UTI) স্থাপিত হয় - 1963 সালে

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম(LIC) স্থাপিত হয়- 1956 সালে

ভারতীয় সাধারণ বীমা নিগম (GIC) স্থাপিত হয়- 1973 সালে

ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক(IDBI) স্থাপিত হয়- 1964 সালে

ভারতের শিল্প আর্থিক নিগম(IFCI) স্থাপিত হয় - 1948 সালে

Zero-Sum
you win or you lose

ABOUT OUR COURSES

WBCS PRELIMS-MAINS ADVANCE COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Advance Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Advance Course duration is 6 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 1000 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 20000 (EMI Available: 10000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS FOUNDATION COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Foundation Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Foundation Course duration is 12 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 500 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 35000 (EMI Available: 10000+5000+5000+5000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS PREMIUM COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Premium Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Premium Course duration is 12 months. And support will be provided till success.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 52000 (EMI Available: 20000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+2000)

WBCS PRELIMS-MAINS POSTAL COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Postal Course is a distance mode program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Postal Course duration is 1 month.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 15000 (EMI Available: 10000+5000)

Zero-Sum e-Library:

- Study material on five topics of five subjects in a PDF format per month.
- Five mock test per month.

Fees: 50/ month